وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطاً ، أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ . متفق عَلَيْهِ

২/১৭০৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে পোঁটা, থুথু কিম্বা শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القَذَرِ ، إِنَّمَا هِي لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَقِراءةِ القُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

৩/১৭০৪। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় এ মসজিদসমূহ পেশাব ও নোংরা-আবর্জনার উপযুক্ত স্থান নয়। এসব তো মহান আল্লাহর যিক্‌র এবং কুরআন তেলাঅত করার জন্য।" অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ কিছু বলেছেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩১০

মসজিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হাল্লা করা, হারানো বস্তুর খোঁজ বা ঘোষণা করা, কেনা-বেচা করা, ভাড়া বা মজুরী বা ইজারা চুক্তি ইত্যাদি অনুরূপ কর্ম নিষেধ

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)) . رواه مسلم

১/১৭০৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হারানো জিনিস সন্ধান (ঘোষণা) করতে শোনে, সে যেন বলে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।' কারণ, মসজিদ এর জন্য বানানো হয়নি। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২/১৭০৬। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কাউকে মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন লাভ না দেন। আর যখন কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন। *(তিরমিযী)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)) . رواه مسلم

৩/১৭০৭। বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক মসজিদের মধ্যে (হারানো বস্তু সম্পর্কে) ঘোষণা পূর্বক বলল, আমাকে আমার লাল উটের সন্ধান কে দিতে পারবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি যেন তা না পাও। মসজিদ সেই কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে যে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে। *(মুসলিম) (অর্থাৎ, ইবাদতের জন্য।)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدِّه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِد، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيه ضَالَّةٌ؛ أَوْ يُنْشَدَ فِيه شِعْرٌ. رواه أَبو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

৪/ ১৭০৮। আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে, হারানো বস্তু সন্ধান করতে অথবা তাতে (অবৈধ) কবিতা আবৃত্তি করতে। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ السَّائِب بنِ يَزِيدَ الصَّحَابِي ﷺ قَالَ : كُنْتُ فِي المَسْجِد فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب ﷺ فَقَالَ : اذْهَبْ فَأْتِني بِهَذَين ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاَ : مِنْ أَهْلِ الطَّائِف ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَد ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِد رَسُولِ اللهِ ﷺ ! رواه البخاري

৫/ ১৭০৯। সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। এমন সময় একটি লোক আমাকে কাঁকর ছুড়ে মারল। আমি তার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। তিনি বললেন, যাও ঐ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোথাকার? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা যদি এই শহর (মদীনার) লোক হতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলছ! *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩১১

(কাঁচা) রসূন, পিয়াজ, লীক পাতা তথা তীব্র দুর্গন্ধ জাতীয় কোন জিনিস খেয়ে, দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ জায়েয।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِه الشَّجَرَة - يَعني : الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)) . متفق عَلَيْه . وفي رواية لمسلم : ((مَسَاجِدَنَا)) .

১/ ১৭১০। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছ - অর্থাৎ রসুন - থেকে কিছু খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদসমূহের নিকটবর্তী না হয়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِه الشَّجَرَة فَلاَ يَقْرَبَنَّا ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا)) . متفق عَلَيْه

২/ ১৭১১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই (রসুন) গাছ থেকে কিছু ভক্ষণ করল, সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয়, আর না আমাদের সাথে নামায পড়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا، أَو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)). متفق عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ : ((مَنْ أَكَلَ البَصَلَ ، وَالثُّومَ ، وَالكُرَّاثَ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) .

৩/ ১৭১২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশ্তাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّهُ خَطَبَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ: البَصَلَ وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا وَجدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم

৪/ ১৭১৩। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি এক জুমআর দিন খুতবা দিলেন, সে খুতবায় তিনি বললেন, ---অতঃপর তোমরা হে লোক সকল! দুই শ্রেণীর এমন গাছ (সব্জি) খেয়ে থাক; যা (কাঁচা অবস্থায়) খাওয়ার অনুপযুক্ত মনে করি; পিয়াজ আর রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ দুই (সব্জি)র দুর্গন্ধ পেতেন, তখন তাকে (মসজিদ থেকে বহিষ্কার করতে) আদেশ দিতেন। ফলে তাকে বাকী' (নামক জায়গা) পর্যন্ত বের করে দেওয়া হত। সুতরাং যে ঐ দুই সব্জি খেতে চায়, সে যেন ঐগুলি রান্না করে তার গন্ধ মেরে খায়। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩১২

জুমআর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসা অপছন্দনীয়

কেননা, তাতে ঘুম চলে আসে, যার ফলে খুৎবা শোনা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং ওযূ নষ্ট হওয়ার (অনুরূপ পড়ে যাওয়ার) আশংকা থাকে। (যেমন নিচে থেকে লুঙ্গি সরে গিয়ে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।)

عَنْ مُعاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ . رواه أَبو داود والترمذي ، وقالا : ((حديث حسن))

১/ ১৭১৪। মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর দিনে ইমামের খুৎবা চলা অবস্থায় দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩১৩

যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর কুরবানী হওয়া পর্যন্ত কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিজ নখ, চুল-গোঁফ ইত্যাদি কাটা নিষিদ্ধ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّة ، فَلاَ يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)) . رواه مسلم

১/ ১৭১৫। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কাছে এমন কুরবানীর পশু আছে যাকে যবেহ করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন যুলহিজ্জার চন্দ্রোদয়ের পর থেকে কুরবানী যবেহ না করা পর্যন্ত নিজ চুল, নখ কিছুও অবশ্যই না কাটে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩১৪

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ

আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টি; যেমন পয়গম্বর, কা'বা, ফিরিশ্তা, আসমান, বাপ-দাদা, জীবন, আত্মা, মাথা, রাজার জীবন, রাজার অনুগ্রহ, অমুকের কবর, আমানত প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষেধ। আমানতের কসম অধিকতর কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ : ((فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ)) .

১/ ১৭১৬। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে; নচেৎ চুপ থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সহীহতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম না করে অথবা চুপ থাকে।

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلاَ بِآبَائِكُمْ)) . رواه مسلم

২/ ১৭১৭। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তাগূত (শয়তান ও মূর্তি)র নামে শপথ করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামেও না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/ ১৭১৮। বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধসূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً)). رواه أَبُو داود

৪/১৭১৯। উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম খেয়ে বলল যে, আমি ইসলাম হতে (দায়) মুক্ত। অতঃপর যদি (তাতে) সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তেমনি হবে, যেমন সে বলেছে। আর যদি সে (তাতে) সত্যবাদী হয়, তাহলে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না। *(আবূ দাঊদ)*

(কেউ যদি কসম খেয়ে বলে যে, 'এই কাজ করলে, আমি মুসলমান নই।' অতঃপর সে তাতে মিথ্যাবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ করে ফেলে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; যদি মনে সত্যই সেই নিয়ত করে থাকে। নচেৎ কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে মহাপাপ গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তার কসমে সত্যবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ সে না করে, তাহলেও সে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না। কারণ ইসলাম নিয়ে এরূপ কসমের খেলা বৈধ নয়।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : لاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৫/১৭২০। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একটি লোককে বলতে শুনলেন 'না, কা'বার কসম!' ইবনে উমার বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক করে। *(তিরমিযী-হাসান)*

কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যানুসারে শেষোক্ত বাক্যটি কঠোরতা ও কঠিন তাকীদ প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ বলেছেন, "রিয়া শির্ক।" (যার অর্থ ছোট শির্ক।)

পরিচ্ছেদ - ৩১৫

ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর নিষিদ্ধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّه ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ)). قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران : ٧٧]. متفق عَلَيْه

১/১৭২১। ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পড়ে শুনালেন, যার অর্থ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। *(আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)). رواه مسلم

২/ ১৭২২। আবূ উমামাহ ইয়াস বিন ষা'লাবাহ হারেষী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজেব করে দেবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। এ কথা শুনে তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি তা সামান্য জিনিস হয় তবুও? তিনি বললেন, যদিও পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ)) . رواه البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ ؟ قَالَ : ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((اليَمِينُ الغَمُوسُ)) قُلْتُ : وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ !)) يَعنِي: بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ .

৩/ ১৭২৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, (অন্যায় ভাবে) কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া। *(বুখারী)*

এর অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক মরুবাসী নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, মহাপাপ কি কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক (অংশীদার স্থাপন) করা। সে বলল, তারপর কি? তিনি বললেন, মিথ্যা কসম। (সে বলল,) আমি বললাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন, যার দ্বারা মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করা হয়। অর্থাৎ এমন কসম দ্বারা, যাতে সে মিথ্যাবাদী থাকে।

পরিচ্ছেদ - ৩১৬

নির্দিষ্ট বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যদি তার বিপরীতে ভালাই প্রকাশ পায়, তাহলে কসমের কাফ্ফারা দিয়ে ভালো কাজটাই করা উত্তম

عَنْ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭২৪। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, যখন তুমি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খাবে এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাবে, তবে নিজ কসমের কাফ্ফারা দিয়ে (যাতে কল্যাণ নিহিত আছে) সেই উত্তমটি গ্রহণ কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) . رواه مسلم

২/ ১৭২৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খায় এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنِّي وَاللهِ إِنْ شاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيراً مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) . متفق عَلَيْه

৩/ ১৭২৬। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! ইন শাআল্লাহ, আমি যখনই কিছুর ব্যাপারে হলফ করব, তারপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাব, তখন আমার কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটিই করব। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِه فِي أَهْلِه آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْه)) . متفق عَلَيْه

৪/ ১৭২৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন পরিবার পরিজনের ব্যাপারে কসম খায় ও (তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছুতে জেনেও) তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এই কর্মটি বেশি গোনাহর কারণ হবে এই কর্ম থেকে যে, সে (কসম ভেঙ্গে) সেই কাফ্ফারা আদায় করবে, যা আল্লাহ তার উপর ফরয করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩১৭

নিরর্থক কসম

অহেতুক কথায় কথায় নিরর্থক কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন পাকড়াও হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। যেমন অকারণে অনিচ্ছাপূর্বক অভ্যাসগতভাবে 'আল্লাহর কসম! এটা বটে। আল্লাহর কসম! এটা নয়।' ইত্যাদি শব্দাবলী মুখ থেকে বের হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } [المائدة : ٨٩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ। সুতরাং তার কাফ্ফারা হচ্ছে দশটি মিসকিনকে অন্নদান করা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে, যা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা অথবা একজন দাসমুক্ত করা। যদি কেউ (এ ৩টির মধ্যে একটি আদায় করতে) অসমর্থ হয়, তাহলে সে তিনদিন রোযা রাখবে। তোমরা যখন কসম করবে, তখন এটাই তোমাদের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহকে রক্ষা কর। *(মা-য়েদাহ ৮৯ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة : {لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لاَ وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ . رواه البخاري

১/ ১৭২৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াত যার অর্থ 'আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।' *(সূরা মায়েদা ৮৯ আয়াত)* এমন লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে (অজ্ঞাতসারে অভ্যাসগতভাবে কথায় কথায় কসম ক'রে) বলে, আল্লাহর কসম! এটা নয়। আল্লাহর কসম! এটা বটে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩১৮

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া মকরূহ; যদিও তা সত্য হয়

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)) . متفق عليه

১/ ১৭২৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কসম পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; (কিন্তু) তা লাভ (বর্কত) বিনষ্ট করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) . رواه مسلم

২/ ১৭৩০। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা কেনা-বেচার সময় অধিকাধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক। কেননা, তা বিক্রয় বৃদ্ধি করে; (কিন্তু) বর্কত মুছে দেয়।

পরিচ্ছেদ - ৩১৯

আল্লাহর সত্তার দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মকরূহ। অনুরূপ আল্লাহর নামে কেউ কিছু চাইলে না দেওয়া বা সুপারিশ করলে তা প্রত্যাখ্যান মাকরূহ।

৩/ ১৭৩১। (এখানে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ)) . حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين

২/ ১৭৩২। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে যাঞ্চা করবে, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দিবে, তোমরা তা গ্রহণ কর। যে তোমাদের উপকার করবে, তোমরা তার (যথোচিত) প্রতিদান দাও। আর যদি তোমরা তার (যথার্থ) প্রতিদানযোগ্য কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তোমরা তার (সঠিক) প্রতিদান আদায় করে দিয়েছ। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ, নাসায়ী বুখারী-মুসলিমের সানাদযোগে)*

পরিচ্ছেদ - ৩২০

রাজা বা অন্য কোন নেতৃস্থানীয় মানুষকে রাজাধিরাজ বলা হারাম। কেননা, মহান আল্লাহ ব্যতীত ঐ গুণে কেউ গুণান্বিত হতে পারে না

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ)) . متفق عليه . قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ : ((مَلِكُ الأَمْلاَكِ)) مِثْلُ : شَاهِنْ شَاه

১/ ১৭৩৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে রাজাধিরাজ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

'সুফয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, 'মালিকুল আমলাক' যেমন 'শাহানশাহ'।

পরিচ্ছেদ - ৩২১

কোন মুনাফিক, পাপী ও বিদআতী প্রভৃতিকে 'সর্দার' প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ

عَن بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ)) . رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/ ১৭৩৪। বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিককে 'সর্দার' বলো না। কেননা, সে যদি তোমাদের 'সর্দার' হয়, তাহলে তোমরা (অজ্ঞাতসারে) তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে ফেলবে। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

** (কোন মুনাফিক, কাফের, পাপী ও বিদআতী মানুষকে সাইয়েদ, মালিক, লর্ড, মহাশয়, স্যার, প্রভু, কর্তা, সর্দারজী প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩২২

জ্বরকে গালি দেওয়া মকরূহ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ، أَوِ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : ((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـــ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ ـــ تُزَفْزِفِينَ ؟)) قَالَتْ : الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا ! فَقَالَ : ((لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৩৫। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উম্মে সায়েব কিম্বা উম্মে মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন, হে উম্মে সায়েব কিম্বা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কি হয়েছে যে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছ? সে বলল, জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বর্কত না দেন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর করে ফেলে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৩

ঝড়কে গালি দেওয়া নিষেধ ও ঝড়ের সময় দুআ

عَنْ أَبِي الْمُنذِرِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

১/ ১৭৩৬। আবুল মুনযির উবাই ইবনে কাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ঝড়কে গালি দিও না। যখন তোমারা অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন এই দুআ পড়বে। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি হাযিহির রীহি অখাইরি মা ফীহা অখাইরি মা উমিরাত বিহ। অনাঊযু বিকা মিন শার্রি হাযিহির রীহি অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উমিরাত বিহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই ঝড়ের কল্যাণ, ওর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বায়ুর অনিষ্ট হতে ওর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا)) . رواه أبو داود بإسناد حسن

২/ ১৭৩৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বায়ু আল্লাহর আশিস, যা রহমত আনে এবং আযাবও আনে। কাজেই তোমরা যখন তা বইতে দেখবে, তখন তাকে গালি দিও না। বরং আল্লাহর নিকট তার ইষ্ট প্রার্থনা কর এবং তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) . رواه مسلم

৩/ ১৭৩৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঝড়-তুফান চলা কালে আল্লাহর রসূল এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ওর মঙ্গল এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার মঙ্গল এবং সে সব বস্তু দিয়ে প্রেরিত হয়েছে তার মঙ্গল এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওর অনিষ্ট হতে, ওর মধ্যে নিহিত বস্তুর অনিষ্ট হতে এবং যা দিয়ে প্রেরিত হয়েছে তার অপকার হতে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৪

মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ

عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ)).

رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/ ১৭৩৯। যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, সে নামাযের জন্য জাগিয়ে থাকে। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৫

অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল বলা নিষেধ

عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ)) . متفق عليه

১/ ১৭৪০। যায়েদ ইবনে খালেদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী ﷺ সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললেন, তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? সকলে বলল, আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৬

কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলে ডাকা হারাম

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ)). متفق عليه

১/ ১৭৪১। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়, যা বলেছে তা যদি সঠিক হয়, তাহলে তো ভাল। নচেৎ (যে বলেছে) তার উপর ঐ কথা ফিরে যায় (অর্থাৎ, সে 'কাফের' হয়)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَو قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

২/ ১৭৪২। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে কাউকে 'ওরে কাফের' বলে ডাকে অথবা 'ওরে আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ বাস্তবিক ক্ষেত্রে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৭

অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করা নিষেধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/ ১৭৪৩। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২/ ১৭৪৪। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে দূষিত করে ফেলবে, আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলবে। *(তিরমিযী হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩২৮

কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে কথা বলা, মিথ্যা বাক্‌পটুতা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষকে সম্বোধনকালে উদ্ভট ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) قَالَهَا ثَلاَثاً . رواه مسلم

১/ ১৭৪৫। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বাগাড়ম্বরকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল (বা ধ্বংস হোক)। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ)). رواه أبو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

২/ ১৭৪৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ এমন বাক্‌পটু মানুষকে ঘৃণা করেন, যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।" *(আবূ দাঊদ, তিরিমিযী হাসান)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنكُمْ أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৩/ ১৭৪৭। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ৩২৯

আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে বলা নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسي)) متفق عليه .

১/ ১৭৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই কেউ যেন 'আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে' না বলে। তবে বলতে পারে যে, 'আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।' *(বুখারী)*

উলামাগণের মতে 'খবীস' হওয়া ও 'কলুষিত' হওয়ার অর্থ প্রায় একই। কিন্তু নবী ﷺ 'খবীস' শব্দটির প্রয়োগ অপছন্দ করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৩০

আরবীতে আঙ্গুরের নাম 'কর্‌ম' রাখা মাকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ ، فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ)) متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . وفي رواية : ((فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ)) . وفي رواية للبخاري ومسلم : ((يَقُولُونَ الكَرْمُ ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ)) .

১/ ১৭৪৯। আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আঙ্গুরের নাম 'কর্‌ম' (বদান্য) রেখো না। কেননা, 'কর্‌ম' (বদান্য) তো মুসলিম হয়। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে 'কর্‌ম' (বদান্য) তো মু'মিনের হৃদয়। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে ঃ 'লোকে (আঙ্গুরকে) 'কর্‌ম' (বদান্য) বলে। 'কর্‌ম' (বদান্য) তো কেবল মু'মিনের হৃদয়।

وَعَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَقُولُوا : الكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : العِنَبُ ، وَالحَبَلَةُ)). رواه مسلم

২/ ১৭৫০। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আঙ্গুরকে 'কর্‌ম' বলো না। বরং 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বল। *(মুসলিম)*

(আঙ্গুরকে আরবী ভাষায় 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বলা হয়। এর উৎকৃষ্টতা ও উপকারিতার জন্য লোকে সম্মানের সাথে তাকে 'কর্‌ম' (বদান্য) নামে আখ্যায়িত করত। অথচ এ বিশেষণের অধিকারী একমাত্র মু'মিন মানুষ। তাই এই নিষেধাজ্ঞা।

বলাই বাহুল্য যে, যে শব্দ প্রয়োগে শরয়ী বাধা আছে, তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, রামধনু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৈবাৎক্রমে, দেবর, লক্ষ্মী মেয়ে, হরিলুট ইত্যাদি।)

পরিচ্ছেদ - ৩৩১

শরয়ী কারণ যেমন বিবাহ প্রভৃতি উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পুরুষের সামনে কোন নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)) . متفق عليه

১/ ১৭৫১। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে (নগ্ন) কোলাকুলি না করে। (কারণ) সে পরে তার স্বামীর কাছে তা এমনভাবে বর্ণনা করবে যে, যেন সে (তা শুনে) ঐ মহিলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করছে। *(মুসলিম)*

(হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যেন অন্য নারীর কাছেও নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কারণ, সে তার স্বামীর কাছে যখন তার ঐ সৌন্দর্য বর্ণনা করবে, তখন হয়ত তার স্বামী ফিতনায় পড়ে গিয়ে স্বয়ং বর্ণনাকারিণীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং প্রতিটি নারীকে নিজের মাথায় হাঁড়ি ভাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৩২

'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর' কারো এরূপ দুআ করা মাকরূহ; বরং দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করা উচিত

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ)) . متفق عليه

وفي رواية لمسلم : ((وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)) .

১/ ১৭৫২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর', হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর' অবশ্যই না বলে। বরং যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না। *(মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে চায় এবং যেন বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে প্রার্থিত বস্তু দান করা কোন বড় ব্যাপার নয়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ)) . متفق عليه

২/ ১৭৫৩। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দুআ করবে, সে যেন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে চায়। আর যেন না বলে যে, আল্লাহ গো! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দাও। কেননা, তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৩৩

'আল্লাহ এবং অমুক যা চায় (তাই হবে)' বলা মকরূহ

عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليَمَان ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ؛ وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ)) . رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/ ১৭৫৪। হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা 'আল্লাহ ও অমুক যা চায় (তাই হবে)' বলো না, বরং বল, 'আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক যা চায় (তাই হবে)। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

** (এবং বা ও যোগ করে বললে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সৃষ্টির ইচ্ছাকে একাকার করে দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তাঁর চাওয়ার পরে কারো চাওয়ার কথাকে প্রকাশ করতে হলে, 'তারপর' বা 'অতঃপর' বলে সংযোগ করতে হবে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৩৪

এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ

উদ্দেশ্য, যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে বলা মুবাহ (অর্থাৎ, যা করা না করা সমান)। নচেৎ যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে হারাম বা মাকরূহ, সে সব এ সময়ে আরো অধিকভাবে হারাম ও মাকরূহ। পক্ষান্তরে কল্যাণমূলক কথাবার্তা; যেমন জ্ঞানচর্চা, নেক লোকদের কাহিনী ও চরিত্র আলোচনা, মেহমানের সঙ্গে বাক্যালাপ, কারো প্রয়োজন পূরণ প্রসঙ্গে কথা ইত্যাদি বলা মকরূহ নয়; বরং তা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে আকস্মিক কোন ঘটনাবশতঃ বা কোন সঠিক ওযরে কথা বলা অপছন্দনীয় কাজ নয়। উক্ত বিবৃতির সমর্থনে বহু বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكرَهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا . متفقٌ عليه

১/ ১৭৫৫। আবূ বারযা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى العِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال : ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ)).

متفق عليه

২/ ১৭৫৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ জীবনের অন্তিম দিনগুলির কোন একদিন (লোকদের নিয়ে) এশার নামায পড়লেন এবং যখন সালাম ফিরলেন তখন বললেন, আচ্ছা বলত। এটা তোমাদের কোন রজনী? (এ কথা) সুনিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আজ ধরাপৃষ্ঠে জীবিত আছে, একশত বছরের মাথায় সে ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না (অর্থাৎ, মারা যাবে)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُم انتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَجَاءَهُمْ قَرِيباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ - يَعْنِي : العِشَاءَ - ثُمَّ خَطَبَنا فَقَالَ : ((أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ)) . رواه البخاري

৩/ ১৭৫৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদিন (মসজিদে) সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ-এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় অর্ধ রাত্রিতে তাঁদের নিকট আগমন করলেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে নামায অর্থাৎ, এশার নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি বললেন, শোন! লোকে নামায সমাধা করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে নামাযের মধ্যেই ছিলে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৩৫

যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী বিছানায় ডাকে, তাহলে কোন শরয়ী ওজর ছাড়া তার তা উপেক্ষা করা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). متفق عَلَيْهِ . وفي رواية : ((حَتَّى تَرْجِعَ)) .

১/ ১৭৫৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কেউ তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার দিকে (দেহ মিলনের জন্য) ডাকে, আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার প্রতি (তার স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তখন ফজর পর্যন্ত ফিরিশ্তারা তাকে অভিশাপ করতে থাকেন। *(বুখারী)*

অন্য বর্ণনায় আছে, তার স্বামীর কাছে না আসা পর্যন্ত (তাকে অভিশাপ করতে থাকেন)।

পরিচ্ছেদ - ৩৩৬

স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখতে পারে না

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)). متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭৫৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা রাখবে। আর না তার বিনা অনুমতিতে (কোন আত্মীয় পুরুষ বা মহিলাকে) তার ঘরে ঢুকতে অনুমতি দিবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৩৭

রুকূ সাজদাহ থেকে ইমামের আগে মাথা তোলা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ)). متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭৬০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৩৮

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধের কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যেহেতু এ তরীকা ইয়াহুদীদের অথবা যেহেতু জাহান্নামীরা কোমরে হাত রেখে বিশ্রাম নিবে অথবা যেহেতু তা শয়তানের অভ্যাস অথবা যেহেতু তা অহংকারীর লক্ষণ; আর নামায আগাগোড়া সম্পূর্ণ কাকুতি-মিনতি ও বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্র মাত্র। অবশ্য যদি কেউ অসুবিধার কারণে কোমরে হাত রাখে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।)

পরিচ্ছেদ - ৩৩৯

খাবারের চাহিদা থাকা কালে খাবার উপস্থিত রেখে এবং পেশাব-পায়খানার খুব চাপ থাকলে উভয় অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৬২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪০

নামাযে আসমান বা উপরের দিকে তাকানো নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا بَالُ أَقْوامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ !)) فَاشْتَدَّ قَولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!)).

رواه البخاري

১/ ১৭৬৩। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৪১

বিনা ওযরে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরূহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الالتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : ((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ)) . رواه البخاري

১/ ১৭৬৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা এক ধরণের অপহরণ, যার মাধ্যমে শয়তান নামাযের অংশ বিশেষ অপহরণ করে। *(বুখারী)*

২/ ১৭৬৫। (এ স্থানে বর্ণিত হাদীস যয়ীফ।)

পরিচ্ছেদ - ৩৪২

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ

عَن أَبِي مَرْثَد كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) . رواه مسلم

১/ ১৭৬৬। আবূ মারষাদ কান্নায ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪৩

নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া হারাম

عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ عَبد اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) قَالَ الراوي : لاَ أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوماً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭৬৭। আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেষ ইবনে স্বিম্মাহ আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, তা তার জন্য কত ভয়াবহ (অপরাধ), তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত।" রাবী বলেন, আমি জানি না যে, তিনি চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর বললেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৪৪

নামাযের ইকামত শুরু হবার পর নফল বা সুন্নত নামায পড়া মাকরূহ

মুআয্যিন ইকামত শুরু করলে আর কোন নামায শুরু করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়; চাহে সে নামায ঐ নামাযের পূর্ববর্তী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হোক বা অন্য কোন সুন্নত বা নফল নামায।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ)). رواه مسلم

১/ ১৭৬৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪৫

রোযার জন্য জুমআর দিন এবং নামাযের জন্য জুমআর রাত নির্দিষ্ট করা মাকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৬৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, রাত্রিসমূহের মধ্যে জুমআর রাতকে কিয়াম (নফল নামায) পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না। এবং দিনসমূহের মধ্যে জুমআর দিনকে (নফল) রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত করো না। তবে যদি তা তোমাদের কারো রোযা রাখার তারীখ পড়ে (তাহলে সে কথা ভিন্ন)। *(মুসলিম)*

** (যেমন ঐ দিন যদি আরাফাত বা আশূরার দিন হয়, তাহলে রোযা রাখা যাবে।)*

وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৭৭০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুমআর দিনে রোযা না রাখে; তবে যদি তার একদিন আগে কিম্বা পরে রাখে (তাহলে তাতে ক্ষতি নেই।) *(বুখারী, মুসলিম)*

(অর্থাৎ, শুক্রবারের সাথে বৃহস্পতিবার কিম্বা শনিবার রোযা রাখলে রাখা চলবে।)

وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً ﷺ : أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৭৭১। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيرِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ((أَصُمْتِ أمْسِ ؟)) قَالَتْ : لاَ ، قَالَ: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً ؟)) قَالَتْ : لاَ . قَالَ : ((فَأَفْطِرِي)) . رواه البخاري

৪/ ১৭৭২। মু'মিন জননী জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি (জুয়াইরিয়াহ) রোযা অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, আগামীকাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে তো? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪৬

সওমে বেসাল অর্থাৎ একাদিক্রমে দুই বা ততোধিক দিন ধরে বিনা পানাহারে রোযা রাখা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ .متفق عَلَيْهِ

১/ ১৭৭৩। আবূ হুরাইরা ﷺ ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ সওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)) . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ البخاري

২/ ১৭৭৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বেসাল রাখতে নিষেধ করলেন। লোকেরা নিবেদন করল, আপনি তো সওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) আমি তোমাদের মত নই। আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) পানাহার করানো হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

** (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মত নই। এতে যে কষ্ট তোমরা পাবে, আমি পাব না। কারণ মহান আল্লাহ আমাকে পানাহার করান। সুতরাং এ রোযা আল্লাহর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যের জন্য তা বৈধ নয়।)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪৭

কবরেরর উপর বসা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). رواه مسلم

১/ ১৭৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো আঙ্গারের উপর বসা - যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় - কবরের উপর বসা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৪৮

কবর পাকা করা ও তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم

১/ ১৭৭৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ করেছেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪৯

মনিবের ঘর ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন নিষিদ্ধ

عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)). رواه مسلم

১/ ১৭৭৭। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে গোলামই মনিবের ঘর ছেড়ে পলায়ন করে, তার ব্যাপারে সব রকম ইসলামী দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ)). رواه مسلم، وفي رواية: ((فَقَدْ كَفَرَ)).

২/ ১৭৭৮। উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন গোলাম পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবূল হবে না। *(মুসলিম)* অন্য বর্ণনা মতে, সে কুফ্‌রী করবে।

পরিচ্ছেদ - ৩৫০

ইসলামী দন্ড বিধান প্রয়োগ না করার জন্য সুপারিশ করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ } [النور : ٢]

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, এদের প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার সময় তাদের প্রতি কোন দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি (সত্যিকারে) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকে। *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!)) ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية : فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟)) فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

১/ ১৭৭৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, চুরির অপরাধে অপরাধিণী মাখযূমী গোত্রের একজন মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকেদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? তাঁরা বললেন, রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। সুতরাং উসামা রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন, তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (প্রয়োগ না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ? পরক্ষণেই তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, (হে লোক সকল!) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (উসামার সুপারিশে) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চেহারা রঙিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (কায়েম না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?! উসামা বললেন, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহর রসূল! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ আদেশ দিলে ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল।

পরিচ্ছেদ - ৩৫১

লোকেদের রাস্তা-ঘাটে এবং ছায়াতলে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ)) قَالُوا : وَمَا اللاَّعِنَانِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৮০। আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম থেকে দূরে থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম কি কি? তিনি (উত্তরে) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় এবং তাদের ছায়ার স্থলে পায়খানা করে (তার এ দু'টি কাজ অভিসম্পাতের কারণ)। *(মুসলিম)*

** (প্রকাশ থাকে যে, আম বাথরুমে পেশাব-পায়খানা করার পর পানি ঢেলে পরিষ্কার না করে দিলে ঐ অভিসম্পাত আসতে পারে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৫২

অপ্রবহমান বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ . رواه مسلم

১/ ১৭৮১। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৩

উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟)) فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((فَأَرْجِعهُ)) .

وَفِي رِوَايَة: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟)) قَالَ : لاَ ، قَالَ : ((اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ)) فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟)) فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذا ؟)) قَالَ : لاَ ، قَالَ : ((فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

وفي رواية : ((لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)) .

وفي رواية : ((أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي !)) ثُمَّ قَالَ : ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَواءً؟)) قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ((فَلا إِذاً)) . متفق عليه

১/ ১৭৮২। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।) নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। (রসূল ﷺ) বললেন, তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ? তিনি বললেন, জী না। (রসূল ﷺ) বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক? বাশীর বললেন, জী অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে এরূপ করো না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৪

মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম। তবে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে

عَنْ زَيْنَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَربٍ ﷺ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)). قالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)). متفق عليه

১/ ১৭৮৩। যয়নাব বিন্তে আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র পিতা আবূ সুফয়ান ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন আমি তাঁর বাসায় প্রবেশ করলাম। (মৃত্যুর তিনদিন পর) তিনি হলুদ বর্ণ দ্রব্য বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি আনালেন। তা থেকে কিছু নিয়ে স্বীয় দাসীকে এবং নিজের দুই গালে মাখালেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর (খুতবাদান কালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।" যয়নাব বলেন, তারপর যখন যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ভাই মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে কিছু নিয়ে মাখার পর বললেন; আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর (খুতবা দানকালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

((শোকপালনে মহিলা, সৌন্দর্যময় কাপড় পরবে না, কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করবে না, কোন প্রসাধন (পাউডার, সুরমা, কাজল, লিপষ্টিক ইত্যাদি) ব্যবহার করবে না এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৫৫

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধ

শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছনোর পূর্বেই বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম, মুসলিম ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করা, কোন মুসলিম ভায়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব পেশ করা; যতক্ষণ না সে ক্রয়-বিক্রয় বা বৈবাহিক প্রস্তাব সম্পর্কে অনুমতি দেয় অথবা তা প্রত্যাখ্যান করে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.

১/ ১৭৮৪। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কোন শহুরে লোক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে; যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ)). متفق عليه

২/ ১৭৮৫। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, বাজারে নামার পূর্বে কোন পণ্য (বাজারের বাইরে) আগে বেড়ে ক্রয় করবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . متفق عليه

৩/ ১৭৮৬। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, (বাজারের) বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। আর কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। ত্বাউস তাঁকে বললেন, 'কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে' এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সে যেন তার দালালি না করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنائِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ. متفق عليه

৪/ ১৭৮৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য বেচতে শহুরে লোককে নিষেধ করেছেন। (তিনি বলেছেন,) ক্রেতাকে প্রতারিত ক'রে মূল্য বৃদ্ধির জন্য দালালি করো না। কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দিবে না। কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য ক্রয় করার জন্য (বাজারের) বাইরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, মুহাজির হয়ে মরুবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, (বিয়ের সময়) মহিলার তার বোনের (সতীনকে) তালাক দিতে হবে এরূপ শর্তারোপ করতে এবং (মুসলিম) ভায়ের দর-দাম করার উপর দর-দাম করতে বারণ করেছেন। আর তিনি (প্রতারণার দালালি ক'রে) পণ্যের দাম বাড়াতে এবং কয়েকদিন ধরে পশুর স্তনে দুধ জমা রেখে তা ফুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم

৫/ ১৭৮৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার মুসলিম ভায়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ প্রস্তাব না দেয়। কিন্তু যদি সে তাকে সম্মতি জানায় (তবে তা বৈধ)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذَرَ)) . رواه مسلم

৬/ ১৭৮৯। উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। কোন মু'মিনের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে। আর এটাও বৈধ নয় যে, সে ভায়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ প্রস্তাব দেবে; যতক্ষণ না সে বর্জন করে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৬

শরীয়ত-সম্মত খাত ছাড়া, অন্য খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট করা নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৯০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করো না এবং আল্লাহর রজ্জুকে জামাআতবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। আর তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেন তা হল, অহেতুক আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া, অধিকাধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা। *(মুসলিম)*

وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ البَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ . متفق عليه

২/ ১৭৯১। মুগীরাহ ইবনে শু'বাহর লেখক অর্রাদ হতে বর্ণিত, মুআবিয়া ﷺ-এর নামে একটি পত্রে মুগীরা আমার দ্বারা এ কথা লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআ পড়তেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।"

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।

(তাছাড়া তাতে এ কথাও লিখালেন যে,) রাসূলুল্লাহ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা বলতে, **ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে** এবং অধিকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি মাতা-পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং প্রাপকের নায্য অধিকার রোধ করতে ও অনধিকার বস্তু তলব করতেও নিষেধ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৭

কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা হারাম, চাহে তা সত্যিসত্যি হোক অথবা ঠাট্টা ছলেই হোক। অনুরূপভাবে নগ্ন তরবারি দেওয়া-নেওয়া করা নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).

১/ ১৭৯২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন; তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভায়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যতক্ষণ না সে তা ফেলে দিয়েছে। যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।

(অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً . رواه أبو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن))

২/ ১৭৯৩। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নগ্ন তরবারি পরস্পর দেওয়া-নেওয়া করতে নিষেধ করেছেন। (কারণ, তাতে হাত-পা কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৮

আযানের পর বিনা ওযরে ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَع أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي المَسْجِدِ ، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه مسلم

১/ ১৭৯৪। আবূ শা'ষা' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একবার) আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। (এমন সময়) মুআয্যিন আযান দিলেন। তখন একটি লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। আবূ হুরাইরা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর আবূ হুরাইরা বললেন, এই লোকটি আবুল কাসেম ﷺ-এর অবাধ্যাচরণ করল। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৫৯

বিনা কারণে সুগন্ধি উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ ، فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ)) . رواه مسلم

১/ ১৭৯৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কাছে সুগন্ধি পেশ করা হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তা হাল্কা বহনযোগ্য সুবাস। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ . رواه البخاري

২/ ১৭৯৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬০

কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা মাকরূহ

এরূপ নির্দেশ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রশংসা শুনে আত্মগর্বে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে। অন্যথা যে তা থেকে নিরাপদ থাকবে তার মুখের সামনে প্রশংসা করা জায়েয।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة ، فَقَالَ : ((أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ)) . متفق عليه

১/ ১৭৯৭। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে অথবা তাকে ধ্বংস করে দিলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) يَقُولُهُ مِرَاراً : ((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ ، وَلاَ يُزَكّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ)). متفق عليه

২/ ১৭৯৮। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য একজনের (তার সামনে) ভাল প্রশংসা করলে নবী ﷺ বললেন, 'হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!' এরূপ বার-বার বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রংশসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি ওকে এরূপ মনে করি' - যদি জানে যে, সে প্রকৃতই এরূপ - 'এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর সামনে কাউকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র ঘোষণা করা যায় না।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِث ، عَنِ المِقْدَاد ﷺ : أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمانَ ﷺ ، فَعَمِدَ المِقْدَادُ ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْه ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِه الحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ)) . رواه مسلم

৩/ ১৭৯৯। হাম্মাম ইবনে হারেষ হতে বর্ণিত, তিনি মিক্বদাদ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন; এক ব্যক্তি উসমান ﷺ-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্বদাদ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। তখন উসমান তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার তোমার? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ো। *(মুসলিম)*

এ সব হাদীস নিষেধাজ্ঞামূলক। পক্ষান্তরে বৈধতা সংক্রান্ত বহু বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। উলামাগণ বলেন, বৈধ-অবৈধ সম্বলিত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের বিরোধ নিরসনের উপায় এই হতে পারে যে, যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হয়, আত্মা অনুশীলনী ও পূর্ণ জ্ঞান লাভে ধন্য হয়, যার ফলে সে কারো প্রশংসা শুনে ফিতনা ও ধোঁকার শিকার না হয় এবং তার মন তাকে প্রতারিত না করে, তাহলে এ ধরনের লোকের মুখোমুখি প্রশংসা, না হারাম, আর না মাকরূহ। অন্যথা যদি কারো ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদির কিছুর আশংকা বোধ হয়, তবে তা ঘোর অপছন্দনীয়। এই ব্যাখ্যার নিকষে পরস্পর-বিরোধী হাদীসসমূহকে মান্য করতে হবে।

যে সব হাদীসে মুখোমুখি প্রশংসার বৈধতা এসেছে তার একটি এই যে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাক্র ﷺ-কে বললেন; "আমার আশা এই যে, তুমিও তাদের একজন হবে।" অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত দ্বার থেকে আহবান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জানানো হবে। *(বুখারী)*

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে এই যে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাক্‌র ﷺ-কে বললেন; "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।" অর্থাৎ, ঐসব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশতঃ লুঙ্গী-পায়জামা গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

যেমন একদা নবী ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথ ধরে। *(বুখারী)*

এ ছাড়াও বৈধতা সম্পর্কিত হাদীস অনেক আছে, তার মধ্যে কিছু হাদীসের অংশ আমি আমার 'আযকার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

পরিচ্ছেদ - ৩৬১

মহামারী-পীড়িত গ্রাম-শহরে প্রবেশ ও সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } [النساء : ٧٨]

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة : ١٩٥]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ ــ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ــ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعضُهُم : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ . فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ ﷺ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيدَةَ بنِ الجَرَّاحِ ﷺ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيدَةَ ! — وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ — نَعَمْ ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لَكَ إِبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَلَيسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ عَوفٍ ﷺ ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِه ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ)) فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عُمَرُ ﷺ وَانصَرَفَ . متفق عَلَيْه

১/ ১৮০০। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ - আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ - সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। উমার ﷺ তাঁদেরকে সিরিয়ায় প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন। উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো। সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর আমাকে বললেন, এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, আমাদের রায় হল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দিবেন না। তখন উমার ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর। আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ﷺ বললেন, আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? উমার ﷺ বললেন, হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত। আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন। বললেন, হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে? বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ এলেন। তিনি এতক্ষণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না।" সুতরাং (এ হাদীস শুনে) উমার ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে গেলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بن زَيدٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَــدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا)) . متفق عَلَيْه

২/ ১৮০১। উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন ভূখন্ডে প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভূখন্ডে তোমরা যদি থাক, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬২

যাদু-বিদ্যা কঠোরভাবে হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ } [البقرة : ١٠٢]

অর্থাৎ, সুলায়মান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল; তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। *(সূরা বাক্বারাহ ১০২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ((الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَــا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ)). متفق عَلَيْه

১/ ১৮০২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা সাত প্রকার সর্বনাশী কর্ম থেকে দূরে থাক। লোকেরা বলল, সে গুলো কি কি হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে শির্ক করা। (২) যাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। (৪) সূদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬) ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করা। (৭) সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৬৩

অমুসলিম দেশে বা অঞ্চলে কুরআন মাজীদ সঙ্গে নিয়ে সফর করা নিষেধ; যদি সেখানে তার অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَــدُوِّ . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৮০৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর দেশে কুরআন সঙ্গে নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬৪

পানাহার, পবিত্রতা অর্জন তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِــضَّةِ ، إِنَّمَــا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((إِنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)).

১/ ১৮০৪। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢকঢক্ করে পান করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে আহার অথবা পান করে (সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢকঢক্ করে পান করে)।

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَــةِ الــذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : ((هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيــرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا)) .

২/ ১৮০৫। হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, মোটা ও পাতলা রেশমের বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে। আর তিনি বলেছেন, উল্লিখিত সামগ্রীগুলো দুনিয়াতে ওদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য। *(বুখারী-মুসলিম)*

এ গ্রন্থদ্বয়ের অন্য বর্ণনায়, হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করো না, সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং তার থালা-বাসনে আহার করো না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِين ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوسِ ؛ فَجِيءَ بِفَالُوذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَوِّلْهُ ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسناد حسن

৩/ ১৮০৬। আনাস ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে আনাস ইবনে মালেক ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রূপার পাত্রে 'ফালূযাজ' (নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন) আনা হল। তিনি (আনাস ইবনে মালেক) তা খেলেন না। তাদেরকে বলা হল যে, ওটার পাত্র পাল্টে দাও। সুতরাং তা পাল্টে কাঠের পাত্রে রাখা করাল এবং তা তাঁর নিকট হাজির করা হল। তখন তিনি তা খেলেন। *(বাইহাকী হাসানসূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬৫

পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের পোশাক হারাম

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৮০৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পুরুষদের জন্য জাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ : ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذا ؟)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)) .

وَفِي رِوَايَةٍ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا)) . رواه مسلم

২/ ১৮০৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড় দেখে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেছে? আমি বললাম, আমি কি তা ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন, "বরং তা পুড়িয়ে ফেলো।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "এ হল কাফেরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এ পরিধান করো না।" *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬৬

রাত পর্যন্ত সারাদিন বাক্ বন্ধ রাখা নিষেধ

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد حسن

১/ ১৮০৯। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর এই বাণী মনে রেখেছি যে, সাবালক হবার পর ইয়াতীম বলা যাবে না এবং কোন দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাক্ বন্ধ রাখা যাবে না। *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে বাক্ বন্ধ রাখা এক প্রকার ইবাদত ছিল। সুতরাং ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে এবং তার পরিবর্তে আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যিক্‌র ও উত্তম কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিয়েছে।

وَعَنْ قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق ﷺ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ . فَقَالَ : مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ . رواه البخاري

২/ ১৮৯। কায়েস ইবনে আবূ হাযেম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ আহ্‌মাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট এসে দেখলেন যে, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, ওর কি হয়েছে যে, কথা বলে না? তারা বলল, ও নীরব থেকে হজ্জ করার সংকল্প করেছে। তিনি বললেন, কথা বল। কারণ, এ (নীরবতা) বৈধ নয়। এ হল জাহেলী যুগের কাজ। সুতরাং সে কথা বলতে লাগল। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬৭

নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করা বা নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে দাবী করা হারাম

عَنْ سَعد بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). متفق عَلَيْهِ

১/ ১৮৯। সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ كُفْرٌ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৮৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন; তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করো না। কারণ, নিজ পিতা অস্বীকার করা হল কুফরী। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ يَزِيدَ بنِ شَرِيكِ بنِ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ ، وَفِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً ، أَوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً)) . متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/ ১৮ ১৩। ইয়াযীদ ইবনে শরীক ইবনে ত্বারেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে আর কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে। এরপর তা তিনি খুলে দিলেন। দেখা গেল তাতে (রক্তপণে প্রদেয়) উঁটের বয়স ও বিভিন্ন যখমের দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরো লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনার হারাম সীমা। এখানে যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাদল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের মর্যাদা এক। তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম (কাউকে আশ্রয় প্রদানের) কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমের ঐ কাজকে বানচাল করে তার উপর আল্লাহর ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে দাবী করে বা প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্য মনিবের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে তার উপর আল্লাহর ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْه)). متفق عَلَيْه ، وهذا لفظ رواية مسلم

৪/ ১৮ ১৪। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্যকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে কুফরী করে। যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবী করে, যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজস্ব বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে, অথচ বাস্তবে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ ৩৬৮

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল ও তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } [آل عمران : ٣٠]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

{ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } [البروج : ١٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরূজ ১২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } [هود : ١٠٢]

অর্থাৎ, এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيْرَة اللهِ ، أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

১/ ১৮৯ ১৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহর ঈর্ষা আছে এবং আল্লাহর ঈর্ষা জাগে, যখন মানুষ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৬৯

হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কি বলা ও করা কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ } [فصلت : ٣٦]

অর্থাৎ, যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা ফুসসিলাত ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف : ٢٠١]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। *(সূরা আ'রাফ ২০১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ } [آل عمران : ١٣٥ - ١٣٦]

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। ঐ সকল লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং (সৎ)কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ - ১৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور : ٣١]

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)) .متفق عليه

১/ ১৮৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্যার কসম' সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস তোমার সাথে জুয়া খেলি' সে যেন সাদকাহ করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ চিত্তাকর্ষী হাদীসসমূহ

পরিচ্ছেদ - ৩৭০

দাজ্জাল ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে

عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ ، عَرَفَ ذلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : ((مَا شَأْنُكُمْ ؟)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : ((غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ؛ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَميناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : ((أَرْبَعُونَ يَوْماً : يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : ((لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)) . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : ((كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ ، فَيَدْعُوهُم فَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرىً وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَولَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ بالسَّيْف، فَيَقْطَعُهُ جزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ ، فَيُقْبِلُ ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلكَ إذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دمَشقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ ، إذَا طَأطَأَ رَأسَهُ قَطَرَ ، وَإذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ منهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤ ، فَلاَ يَحِلُّ لكَافِرٍ يَجِدُ ريحَ نَفَسِهِ إلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إلَى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأتِي عيسَى ﷺ ، قَوماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ منهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّة، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلَى عيسَى ﷺ : أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إلَى الطُّورِ . وَيَبْعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عيسَى ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ ﷺ إلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ مَطَراً لاَ يُكِنُّ منهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَة ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَة ، وَيَسْتَظِلُّونَ بقَحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ ؛ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رِيْحاً طَيِّبَةً فَتَأخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ)) . رواه مسلم

১/ ১৮ ১৭। নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্ন স্বরে এবং একবার উচ্চ স্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা (প্রভাবিত হয়ে) মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তিনি বললেন, দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরো বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে (তোমরা) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি মুসলমানের জন্য (আমার) প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ (আঙ্গুরের ন্যায়) ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উয্যা ইবনে ক্বাত্বানের মত দেখতে হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফের শুরুর (দশ পর্যন্ত) আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে (এদিকে ওদিকে) ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। (ঐ সময়) তোমরা অবিচল থাকবে।

আমরা বললাম, পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশদিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের (পাঁচ ওয়াক্তের) নামাযই কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, তোমরা (দিন রাতের ২৪ ঘন্টা হিসাবে) অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় (দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।) সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর যমীনকে (গাছ-পালা) উদ্গত করার নির্দেশ দেবে। যমীন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্গত করবে। সুতরাং (সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ করে) সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ (ও ঝুঁটি) অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল (অন্য) লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে (আসার জন্য) তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে। তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তুই তোর গচ্ছিত রত্নভান্ডার বের ক'রে দে। তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভান্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার ন্যায় (মাটি থেকে বেরিয়ে) তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখন্ডিত ক'রে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্যবদনে তার দিকে (অক্ষত শরীরে) এগিয়ে আসবে।

দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কান্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তাআলা মসীহ বিন মারয়াম ﷺ-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট জাফরান বর্ণের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন তখনও মতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত (জেরুজালেমের) 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা করে দেবেন।

তারপর ঈসা ﷺ এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিৎনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন (বিপদমুক্ত করবেন) এবং জান্নাতের তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট অহী পাঠাবেন যে, আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তূর' পর্বতে আশ্রয় নাও। আল্লাহ তাআলা য়্যা'জুজ-মা'জুজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান করে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীগণ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের (য়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতির) ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলার নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীগণ ﷺ নিচে নেমে আসবেন। তারপর (এমন অবস্থা ঘটবে যে,) সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তাআলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত যমীন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে, তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বর্কত পুনরায় ফিরিয়ে আন। সুতরাং (বর্কতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,) একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুবৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ رِبعِيِّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ مَسعُودٍ الأَنصَارِي إِلَى حُذَيفَةَ بنِ اليَمَـــانِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي الدَّجَّالِ ، قَالَ : ((إِنَّ الـــدَّجَّالَ يَخْرُجُ ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَـــاراً ، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ . فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَراهُ نَاراً، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ)) فقال أبـــو مسعود: وَأَنا قَدْ سَمِعْتُهُ . متفق عليه

২/ ১৮৮। রিবঈ ইবনে হিরাশ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ-এর সঙ্গে আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ-এর নিকট গেলাম। আবূ মাসঊদ তাঁকে বললেন, দাজ্জাল সম্পর্কে যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন। তিনি বলতে লাগলেন, 'দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে পানি ও আগুন। যাকে লোক পানি মনে করবে, বাস্তবে তা দগ্ধকারী আগুন এবং লোকে যাকে আগুন বলে মনে করবে, তা বাস্তবে সুমিষ্ট শীতল পানি হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে (দেখতে) পাবে, সে যেন তাতে পতিত হয়, যাকে আগুন মনে করে। কেননা, তা বাস্তবে মিষ্ট উত্তম পানি।' আবূ মাসঊদ ﷺ বলেন, এ হাদীসটি আমিও (স্বয়ং) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَـــالَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ : ((يَخْـــرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ، لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوماً أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَو أَرْبَعِينَ عَاماً ، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ ، رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِـــي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ ، وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَقُولُ : أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَـــادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلاَ يَـــسْمَعُهُ أَحَـــدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ حَولَهُ ، ثُـــمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَو قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَومٌ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)). رواه مسلم

৩/ ১৮৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশদিন, চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারয়াম ﷺ-কে পাঠাবেন। তিনি তাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করবেন। অতঃপর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

লোকেরা (দীর্ঘ) সাত বছর ব্যাপী (এমন সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে) কাল উদ্‌যাপন করবে, যাতে দুজনের পারস্পরিক কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। তারপর মহান আল্লাহ শাম দেশ থেকে শীতল বায়ু চালু করবেন; যা যমীনের বুকে এমন কোন ব্যক্তিকে জীবিত ছাড়বে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ মঙ্গল অথবা ঈমান থাকবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও প্রবেশ করে তার জীবন নাশ করবে। (তারপর ভূপৃষ্ঠে) দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক রয়ে যাবে, যারা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত গতিমান পাখির মত হবে, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও রক্তপাত করার ক্ষেত্রে হিংস্র পশুর ন্যায় হবে। যারা কখনো ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং কোন মন্দ কাজে বাধা দেবে না। শয়তান তাদের সামনে মানবরূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে ও বলবে, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দেবে না? তারা বলবে, আমাদেরকে আপনি কি আদেশ করছেন? সে তখন তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দেবে। আর এসব কর্মকান্ডে তাদের জীবিকা সচ্ছল হবে এবং জীবন সুখের হবে। অতঃপর শিঙ্গায় (প্রলয় বীণায়) ফুৎকার দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিই সে শব্দ শুনবে, সেই তার ঘাড়ের একদিক কাত করে দেবে ও অপর দিক উঁচু করে দেবে। সর্বাগ্রে এমন এক ব্যক্তি তা শুনতে পাবে, যে তার উঁটের (জন্য পানি রাখার) হওয লেপায় ব্যস্ত থাকবে। সে শিঙ্গার শব্দ শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তার সাথে সাথে তার আশে-পাশের লোকরাও অজ্ঞান হয়ে (ধরাশয়ী হয়ে) যাবে। অতঃপর আল্লাহ শিশিরের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পাঠাবেন। যার ফলে পুনরায় মানবদেহ (উদ্ভিদের ন্যায়) গজিয়ে উঠবে। তারপর যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজানো হবে, তখন তারা উঠে দেখতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো। (অন্য দিকে ফিরিশ্তাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) তোমরা ওদেরকে থামাও। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর বলা হবে, ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও। জিজ্ঞাসা করা হবে, কত থেকে কত? বলা হবে, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)) . رواه مسلم

৪/ ১৮২০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনার গিরিপথে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত শহরদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটস্থ) বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিককে বের করে দেবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ)) . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/ ১৮২১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসফাহান (ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহরে)র সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে; তাদের কাঁধে থাকবে ত্বাইলেসী রুমাল। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ)) . رواه مسلم

৬/ ১৮২২। উম্মে শরীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, অবশ্যই লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ)) . رواه مسلم

৭/ ১৮২৩। ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের (ফিতনা-ফাসাদ) অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় (বড় বিপজ্জনক) হবে না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ : مَسَالِحُ الدَّجَّالِ . فَيَقُولُونَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُ : أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ . فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ ! فَيَقُولُونَ : اقْتُلُوهُ . فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ ؟ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ ؛ فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً ، فَيَقُولُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُؤْشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ القِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِماً . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً . ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ؛ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيَجْعَلُ اللهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبِيلاً، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الجَنَّةِ)) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ)) . رواه مسلم . وروى البخاري بعضه بمعناه .

৮/ ১৮২৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব হলে মু'মিনদের মধ্য থেকে একজন মু'মিন তার দিকে অগ্রসর হবে। তখন (পথিমধ্যে) দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার দেখা হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ? সে উত্তরে বলবে, যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার কাছে যেতে চাচ্ছি। তারা তাকে বলবে, তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? সে উত্তর দেবে, আমাদের প্রভু

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(আল্লাহ তো) গুপ্ত নন যে, (অন্য কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব)। (এরূপ শুনে) তারা বলবে, একে হত্যা করে দাও। তখন তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা করবে না? ফলে তারা ঐ মু'মিনকে ধরে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। যখন মু'মিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠবে, হে লোক সকল! এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ আলোচনা করতেন। তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, ওকে উপুড় করে শোয়ানো হোক। তারপর বলবে, ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাত কর। সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও পিঠ চওড়া করে দেওয়া হবে। তখন সে (দাজ্জাল) প্রশ্ন করবে, তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ? সে উত্তর দেবে, তুই তো মহা মিথ্যাবাদী মসীহ। সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া হবে, ফলে তার মাথার সিথির উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ড করে দেওয়া হবে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা করে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল তার দেহখন্ডদ্বয়ের মাঝখানে হাঁটতে থাকবে এবং বলবে উঠ, সুতরাং সে (মু'মিন) উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনছ? সে জবাব দেবে, তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরোও দৃঢ় হয়ে গেল। তারপর মু'মিন বলবে, হে লোক সকল! আমার পর ও অন্য কারো সাথে এরূপ (নির্মম) আচরণ করতে পারবে না। সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত করে দেবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তারপর তার হাত-পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা করবে যে, সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু (বাস্তবে) তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিশ্বচরাচরের পালন কর্তার নিকট ঐ ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ। *(মুসলিম, ইমাম বুখারী অনুরূপ অর্থে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وَإِنَّـــهُ قَالَ لِي : ((مَا يَضُرُّكَ؟)) قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ . قَالَ : ((هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ)) . متفق عليه

৯/ ১৮২৫। মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত জিজ্ঞাসা করেছি, তার চেয়ে বেশি আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন, ও তোমার কি ক্ষতি করবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَـــذَّابَ ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر)) . متفق عليه

১০/ ১৮২৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কোন নবী নেই, যিনি নিজ উম্মতকে মহামিথ্যাবাদী কানা (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু (মনে রাখবে,) সে (এক চোখের) কানা হবে। আর নিশ্চয় তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক কানা নন। তার কপালে 'কাফ-ফা-রা' (কাফের) শব্দ লেখা থাকবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَومَهُ ! إِنَّهُ أَعوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثالِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ)) . متفقٌ عليه

১১/ ১৮২৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শোন! তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি কি এমন কথা বলব না, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি? তা হল এই যে, সে হবে কানা। আর সে নিজের সাথে নিয়ে আসবে জান্নাত ও জাহান্নামের মত কিছু। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তবে সেটাই জাহান্নাম হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ)). متفق عليه

১২/ ১৮২৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের সামনে দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা ক'রে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। সাবধান! মসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা এবং তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। *(বুখারী-মুসলিম)*

** (অর্থাৎ, অন্য চোখটির তুলনায় এ চোখটি বাইরে বেরিয়ে থাকবে।)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ . فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ ؛ إِلاَّ الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ)). متفق عليه

১৩/ ১৮২৯। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।' কিন্তু গারক্বাদ গাছ (এরূপ বলবে) না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ ، مَا بِهِ إِلاَّ البَلاَءُ)) . متفق عليه

১৪/ ১৮৩০। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে। ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া বিনাশ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে উক্ত কবরের উপর গড়াগড়ি দেবে আর বলবে, হায়! হায়! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হতাম! এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার মানসে বলবে না। বরং তা বলবে পার্থিব বালা-মুসীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَنْجُو)). وَفِي رواية : ((يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْـهُ شَيْئاً)). متفق عليه

১৫/ ১৮৩১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত ফুরাত নদী (তার গর্ভস্থ) একটি সোনার পাহাড় বের না করে দেবে; যা নিয়ে যুদ্ধ চলবে। তাতে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ নিহত হবে! তাদের প্রত্যেকেই বলবে যে, সম্ভবতঃ আমি বেঁচে যাব।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সুতরাং সে সময় যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافِي يُرِيدُ ـــ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـــ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا)) . متفق عليه

১৬/ ১৮৩২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মদীনার অবস্থা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবে। (সে সময়) সেখানে কেবল বন্য হিংস্র পশু-পক্ষীতে ভরে যাবে। সব শেষে যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারা মুযাইনাহ গোত্রীয় দুজন রাখাল, যারা নিজেদের ছাগলের পাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদীনা অভিমুখে নিয়ে যাবে। তারা মদীনাকে হিংস্র জীব-জন্তুতে ঠাসা অবস্থায় পাবে। তারপর যখন তারা (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'ষানিয়াতুল্ অদা' নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَـانِ يَحْثُو المَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ)) . رواه مسلم

১৭/ ১৮৩৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, শেষ যুগে তোমাদের একজন খলীফা হবে, যে দু' হাতে করে ধন-সম্পদ দান করবে এবং গুনবেও না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِـهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)) . رواه مسلم

১৮/ ১৮৩৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, লোকেদের উপর এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ সোনার যাকাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে; কিন্তু সে এমন কাউকে পাবে না যে, তার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে। আর দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যা কম ও মহিলার সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন একটি পুরুষের দায়িত্বে চল্লিশজন মহিলা হবে, যারা তার আশ্রিতা হয়ে থাকবে। *(মুসলিম)*

** (ব্যাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসকারিতার কারণে অধিকমাত্রায় পুরুষ মারা যাবার ফলে এরূপ হবে কিম্বা এমনিতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্মহার বৃদ্ধি পাবে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِيْ اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلاَمٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ، قَالَ : أَنْكِحَا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا)) . متفق عليه

১৯/ ১৮৩৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (প্রাচীনকালে) একটি লোক অন্য ব্যক্তির কাছ হতে কিছু জায়গা ক্রয় করল। ক্রেতা ঐ জায়গায় (প্রোথিত) একটি কলসী পেল, যাতে স্বর্ণ ছিল। জায়গার ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার জায়গা খরিদ করেছি, স্বর্ণ তো খরিদ করিনি। জায়গার বিক্রেতা বলল, আমি তোমাকে জায়গা এবং তাতে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি। অতঃপর তারা উভয়েই এক ব্যক্তির নিকট বিচার প্রার্থী হল। বিচারক ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সন্তান আছে কি? তাদের একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। বিচারক বললেন, তোমরা মেয়েটিকে ছেলেটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও এবং ঐ স্বর্ণ থেকে তাদের জন্য খরচ কর এবং দান কর। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهُ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ ! رَحِمَكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)) . متفق عليه

২০/ ১৮৩৬। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, দু'জন মহিলার সাথে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। একদা একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের মধ্যে একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার সঙ্গিনীকে বলল, বাঘে তোমার ছেলেকেই নিয়ে গেছে। অপরজন বলল, তোমার ছেলেকেই বাঘে নিয়ে গেছে। সুতরাং তারা দাউদ ﷺ-এর নিকট বিচারপ্রার্থিনী হল। তিনি (অবশিষ্ট ছেলেটি) বড় মহিলাটির ছেলে বলে ফায়সালা করে দিলেন। অতঃপর তারা দাউদ ﷺ-এর পুত্র সুলায়মান ﷺ-এর নিকট বের হয়ে গিয়ে উভয়েই আনুপূর্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি চাকু দাও। আমি একে দু টুকরো করে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। ছেলেটি ওরই। তখন তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার (নিশ্চিত জেনে) ফায়সালা দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً)) . رواه البخاري

২১/ ১৮৩৭। মিরদাস আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সৎলোকেরা একের পর এক (ক্রমান্বয়ে) মৃত্যুবরণ করবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের যব অথবা খেজুরের মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না। *(বুখারী)*

وَعَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ قَالَ : جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ : ((مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ)) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . قَالَ : وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلائِكَةِ .

رواه البخاري

২২/ ১৮৩৮। রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কিরূপ গণ্য করেন? তিনি বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি। অথবা এমনি কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীভুক্ত)। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَاباً ، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ)) . متفق عليه

২৩/ ১৮৩৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস করে ফেলে। তারপর (বিচারের দিনে) তাদেরকে স্ব স্ব কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করা হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ـــ يَعْنِي فِي الخُطْبَةِ ـــ فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ فَسَكَنَ .

وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ .

وفي رواية : فصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيهِ ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : ((بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ)) . رواه البخاري

২৪/ ১৮৪০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি (খুঁটি) ছিল। নবী ﷺ খুতবাহ দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর (তৈরী করে) রাখা হল, তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির (কান্নার) শব্দ শুনতে পেলাম। পরিশেষে নবী ﷺ (মিম্বর হতে) নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন জুমআর দিন এল এবং নবী ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন, তখন খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন এমন চিল্লিয়ে কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল!

অপর বর্ণনায় আছে, শিশুর মত চিল্লিয়ে উঠল। সুতরাং নবী ﷺ (মিম্বর থেকে) নেমে তাকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধরে নিজ বুকে জড়ালেন। তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর ক'রে) চুপ করানো হয়, (তাকে চুপ করানো হল এবং) পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে পড়েছে)। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا)). حديث حسن ، رواه الدارقطني وغيره

২৫/ ১৮৪১। আবূ ষা'লাবাহ খুশানী জুরষুম ইবনে নাশের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন করো না, অনেক জিনিসকে হারাম করেছেন তাতে লিপ্ত হয়ে তার (মর্যাদার পর্দা) ছিন্ন করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া করে - ভুল করে নয় - বহু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা অনুসন্ধান করো না। *(হাসান হাদীস, দারাক্বুত্বনী প্রমুখ)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ . وَفِي رِوَايَةٍ : نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ . متفق عليه

২৬/ ১৮৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি, তাতে আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি। অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেয়েছি। *(বুখারী-মুসলিম)*

** (অর্থাৎ, পঙ্গপাল খাওয়া হালাল এবং তা মাছের মত মৃতও হালাল।)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)). متفق عليه

২৭/ ১৮৪৩। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। *(বুখারী-মুসলিম)*

** (অর্থাৎ, মু'মিন একবার ঠকলে দ্বিতীয়বার ঠকে না। মু'মিন হয় সতর্ক ও সচেতন।)*

وَعَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ)) . متفق عليه

২৮/ ১৮৪৪। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লহার রসূল ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) যে মরু প্রান্তরে অতিরিক্ত পানির মালিক, কিন্তু সে মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (২) যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে কসম খেয়ে এই বলে যে, আল্লাহর কসম! এটা আমি এত দিয়ে নিয়েছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে অথচ সে তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিপরীত (অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী)। আর (৩) যে কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনেতার হাতে বায়আত করে। সুতরাং সে যদি তাকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করে, তাহলে সে (তার বায়আত) পূর্ণ করে। আর যদি প্রদান না করে, তাহলে বায়আত পূর্ণ করে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)) قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قالَ : أَبَيْتُ ، قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . ((وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ)) . متفق عليه

২৯/ ১৮৪৫। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের পূর্বে) শিঙ্গায় দু'বার ফুৎকার দেওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ হুরাইরা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, উঁহুঁ। তারা প্রশ্ন করল, তবে কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, উঁহুঁ। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, উঁহুঁ। মেরুদন্ডের নিম্নভাগের অস্থি ব্যতীত মানবদেহের সমস্ত হাড় পচে যাবে। তারপর উক্ত অস্থি থেকে মানুষকে পুনর্গঠিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে শাক-সব্জি গজিয়ে উঠার মত মানুষ গজিয়ে উঠবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ القَومِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟)) قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : ((إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) قَالَ : كَيفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : ((إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) . رواه البخاري

৩০/ ১৮৪৬। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ (মসজিদে) লোকেদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ণপাত না ক'রে আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বলল যে, তার কথা তিনি শুনেছেন এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন। কেউ কেউ বলল, বরং তিনি শুনতে পাননি। অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, আমি। তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো। সে বলল, কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে? তিনি বললেন, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো। *(বুখারী)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)) . رواه البخاري

৩১/ ১৮৪৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের নামায পড়ায়। সুতরাং তারা যদি নামায সঠিকভাবে পড়ায়, তাহলে তোমাদের নেকী অর্জিত হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের নেকী (যথারীতি) অর্জিত হবে এবং ভুলের খেসারত তাদের উপরেই বর্তাবে। *(বুখারী, আহমাদ)*

وَعَنْه ﷺ : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } [آل عمران : ١١٠] قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّـــاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ . رواه البخاري

৩২/ ১৮৪৮। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।" *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)* এর ব্যাখ্যায় তিনি (আবূ হুরাইরা) বলেছেন যে, মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং পরিশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে। *(বুখারী)*

وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((عَجِبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ قَومٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي الـــسَّلاسِلِ)). رواه البخاري .

৩৩/ ১৮৪৯। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিস্মিত হন, যারা শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী)*

অর্থাৎ, তাদেরকে বন্দী করা হবে, তারপর তাদের শিকল দিয়ে বাঁধা হবে, অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)). رواه مسلم

৩৪/ ১৮৫০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَلمَانَ الفَارِسِي ﷺ مِنْ قَولِه قَالَ : لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الـــسُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مـــسلم هكـــذا ، ورواه البرقاني في صحيحه عَنْ سَلمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الـــسُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ)) .

৩৫/ ১৮৫১। সালমান ফারেসী ﷺ-এর উক্তি (মওকূফ সূত্রে) বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে। *(মুসলিম)*

বারক্বানী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কারণ, সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।

وَعَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَرْجسَ ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُـــولَ اللهِ ، غَفَرَ اللهُ لَكَ ، قَالَ : ((وَلَكَ)) . قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَلَكَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩]. رواه مسلم

৩৬/ ১৮৫২। আস্বেম আহওয়াল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুআ ক'রে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আর তোমাকেও (আল্লাহ ক্ষমা করুন)। আস্বেম বলেন, আমি আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আর তোমার জন্যও তো।' অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ ঃ (হে নবী!) তুমি নিজের জন্য ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِي ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)) . رواه البخاري

৩৭/ ১৮৫৩। আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের বাণীসমূহের মধ্যে যে বাণীসমূহ লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি এই যে, যদি তুমি লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর। *(বুখারী)*

** (অর্থাৎ, লজ্জা-শরম না থাকলে মানুষ যাচ্ছে তাই করতে পারে। আর লজ্জা থাকলে কোন অশ্লীল বা পাপকাজ করতে পারে না। যেহেতু লজ্জা মুমিনের ঈমানের একটি অঙ্গ।)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)) . متفق عليه

৩৮/ ১৮৫৪। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিনে (মানবিক অধিকারের বিষয়) সর্বপ্রথমে লোকেদের মধ্যে যে বিচার করা হবে তা রক্ত সম্পর্কিত হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) . رواه مسلم

৩৯/ ১৮৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)। *(মুসলিম)*

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ القُرْآنَ . رواهُ مسلم في جملة حديث طويل .

৪০/ ১৮৫৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন। *(মুসলিম, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَرَاهِيَةُ المَوتِ ، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتَ ؟ قَالَ : ((لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)) . رواه مسلم

৪১/ ১৮৫৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তার মানে কি মরণকে অপছন্দ করা? আমরা তো সকলেই মরণকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন, ব্যাপারটি এরূপ নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, (মৃত্যুর সময়) মু'মিনকে যখন আল্লাহর করুণা, তাঁর সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের (অন্তিমকালে) যখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে। আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا . فَقَالَ ﷺ : ((عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) فَقَالاَ : سُبْحانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً - أَوْ قَالَ : شَيْئاً -)) . متفق عليه

৪২/ ১৮৫৮। মু'মিন জননী সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মসজিদে) ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে রাত্রি বেলায় দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তার পর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সুতরাং তিনিও আমাকে (বাসায়) ফিরিয়ে দেবার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (অতঃপর যখন আমরা মসজিদের দরজার কাছে এলাম) তখন আনসারদের দু'জন লোক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) (সেদিক দিয়ে) চলে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা উভয়েই নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন, তখন দ্রুত বেগে চলতে লাগলেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন, ধীরে চল। এ হল সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?) তিনি (তাঁদেরকে) বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্ত চলাচলের ন্যায় চলাফিরা করে। তাই আমার আশংকা হল যে, সম্ভবতঃ সে তোমাদের অন্তরে মন্দ - অথবা তিনি বললেন, কোন কিছু (সন্দেহ) প্রক্ষেপ করতে পারে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي الفَضلِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَيْن، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بنُ الحَارِثِ بنِ عَبدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، فَلَمَّا التَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبلَ الكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ ، وأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَيْ عَبَّاسُ ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ)).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قالَ العَبَّاسُ - وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَـوَاللهِ لَكَـأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ ، فَـاقْتَتَلُوا هُـمْ وَالكُفَّارُ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ ، فَقَالَ : ((هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ)) ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : ((انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ)) ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا القِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى ، فَوَاللهِ مَـا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. رواه مسلم

৪৩/ ১৮৫৯। আবূল ফাযল আব্বাস বিন মুত্তালিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমি ও আবূ সুফয়ান ইবনে হারেষ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতে লাগলাম। আমরা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হলাম না। (সে সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর যখন মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং (প্রথমতঃ) মুসলমানরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে (রণভূমি ছেড়ে) চলে গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ স্বীয় খচ্চরকে কাফেরদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য পায়ের আঘাত হানলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলাম। তাকে ধরে থামাচ্ছিলাম যাতে দ্রুত বেগে না চলে। অন্য দিকে আবূ সুফয়ান আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (সওয়ারীর) পা-দান ধরে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্বাস! বাবলা গাছ তলে 'রিযওয়ান' বায়আতকারীদেরকে ডাক দাও। আব্বাস ﷺ উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, সুতরাং আমি উচ্চ স্বরে হেঁকে বললাম, বাবলা গাছ তলে বায়আতকারীরা কোথায়? আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল, তখন গাভী যেমন তার বাচ্চার শব্দ শুনে তার দিকে দ্রুত গতিতে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি তারা দ্রুত গতিতে ফিরে এল। তারা বলে উঠল, আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির আছি। তারপর আবার তাদের ও কাফেরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। সে সময় আনসারদেরকে সাধারণভাবে ডাক দেওয়া হল, হে আনসারগণ! হে আনসারগণ! তারপর আহবান কেবল হারেষ ইবনে খাযরাজ গোত্রের লোকেদের মাঝে সীমিত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খচ্চরের উপর থেকেই রণক্ষেত্রের দিকে তাকালেন। তিনি যেন সামরিক সংঘর্ষের কলাকৌশল ও বীরত্বের দৃশ্য গলা বাড়িয়ে অবলোকন করছিলেন। তিনি বললেন, যুদ্ধ তুঙ্গে উঠার ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করার এটাই সময়। অতঃপর তিনি কিছু কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "মুহাম্মাদের রবের শপথ! ওরা (কাফেররা) পরাজিত হয়ে গেছে।" আমিও দেখলাম যে, যুদ্ধ পূর্ণতা ও উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! যখনি তিনি ঐ কাঁকরগুলি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখনি আমি নিস্পলক নেত্রে দেখতে থাকলাম যে, তাদের শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـباً ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ . فَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً } [المؤمنون : ٥١] ، وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة : ١٧٢] . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟

رواه مسلم

৪৪/ ১৮৬০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।" *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব! 'ইয়া রব্ব!' বলে দুআ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দুআ কিভাবে কবূল করা হবে? *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)) . رواه مسلم

৪৫/ ১৮৬১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ধরনের মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেনও না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; (তারা হচ্ছে,) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাজা এবং অহংকারী গরীব। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ)).

رواه مسلم

৪৬/ ১৮৬২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (শামের) সাইহান ও জাইহান, (ইরাকের) ফুরাত এবং (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদীসমূহের অন্যতম। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ : ((خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الاثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الثُّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ ، بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فِي آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪৭/ ১৮৬৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাআলা শনিবার যমীন সৃষ্টি করেছেন, রবিবার তার মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা। মঙ্গলবার মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। বুধবার আলো সৃষ্টি করেছেন। তাতে (যমীনে) জীবজন্তু ছড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করার পর পরিশেষে জুমআর দিন আসরের পর দিনের শেষভাগে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে (আদি পিতা) আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سُلَيمَانَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﷺ قَالَ : لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ . رواه البخاري

৪৮/ ১৮৬৪। আবূ সুলায়মান খালেদ ইবনে অলীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'তাহ যুদ্ধে আমার হাতে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছে। কেবলমাত্র একটি ইয়ামানী ক্ষুদ্র তলোয়ার আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল। *(বুখারী)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ، فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ)) متفق عَلَيْهِ

৪৯/ ১৮৬৫। আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বিচারক (বিচার করার সময়) চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে বিচার করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তার দু'টি নেকী হবে। আর যখন চেষ্টা সত্ত্বেও বিচারে ভুল করে ফেলবে, তখনও তার একটি নেকী হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَـاءِ)). متفق عَلَيْهِ

৫০/ ১৮৬৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). متفق عَلَيْهِ

৫১/ ১৮৬৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার (মানত) রোযা বাকি থাকে, তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে (ঐ মানতের) রোযা পূরণ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

সঠিক অভিমত এই যে, এই হাদীসের ভিত্তিতে যে রোযা পালন না করে মারা গেছে, তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয। আর অভিভাবক বলতে উদ্দেশ্য, নিকটাত্মীয়; চাহে সে ওয়ারেস হোক অথবা না হোক।

((ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যদি কোন লোক রমযানে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অতঃপর সে মারা যায় এবং রোযা (কাযা করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও) রোযা না রেখে থাকে, তাহলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাইয়ে দিতে হবে; তার জন্য রোযা কাযা নেই। কিন্তু যদি সে নযরের রোযা না রেখে মারা যায়, তাহলে তার অভিভাবক (বা নিকটাত্মীয়) তার তরফ থেকে সেই রোযা কাযা করে দেবে।' (সহীহ আবূ দাউদ ২ ১০ ১নং প্রমুখ))

وَعَنْ عَوفِ بنِ مَالِكِ بنِ الطُّفَيْلِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، حُدِّثَتْ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضِيَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا ! قَالُوا : نَعَمْ . قَالَتْ : هُوَ للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ . فَقَالَتْ : لاَ ، وَاللهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَداً ، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعبدَ الرحْمَانِ ابْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا . قَالُوا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولاَنِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ ؛ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . رواه البخاري

৫২/১৮৬৮। আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফাইল হতে বর্ণিত, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে ব্যক্ত করা হল যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে (নিজ বাড়ি) বিক্রয় বা দান করেছেন, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ বলেছেন যে, হয় (খালাজান) আয়েশা (অবাধে দান-খয়রাত করা হতে) অবশ্যই বিরত থাকুন, নচেৎ তাঁর উপর (আর্থিক) অবরোধ প্রয়োগ করবই। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি সে এ কথা বলেছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমি আল্লাহর নামে মানত করলাম যে, এখন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কখনোও কথা বলব না। তারপর যখন বাক্যালাপ ত্যাগ দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আয়েশার নিকট (এ ব্যাপারে) সুপারিশ করালেন। আয়েশা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ইবনে যুবাইরের সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না, আর আপন মানত ভঙ্গও করব না। বস্তুতঃ যখন ব্যাপারটা ইবনে যুবাইরের উপর অতীব দীর্ঘ হয়ে পড়ল, তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, তোমরা (আমার স্নেহময়ী খালা) আয়েশার কাছে আমাকে নিয়ে চল। কেননা, আমার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ রাখার মানতে অটল থাকা তাঁর জন্য আদৌ বৈধ নয়। সুতরাং মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়ের ইবনে যুবাইর ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আয়েশার নিকট অনুমতিও চাইলেন এবং বললেন, 'আসসালামু

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আলাইকি অরাহ্মাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ!' আমরা কি ভিতরে আসতে পারি? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হ্যাঁ এস। বললেন, আমরা সকলেই কি? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন হ্যাঁ, সকলেই প্রবেশ কর। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ওই দু'জনের সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺও উপস্থিত আছেন। সুতরাং এঁরা যখন ভিতরে ঢুকলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্দার ভিতরে চলে গেলেন এবং (খালা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর শপথ দিতে লাগলেন। এ দিকে পর্দার বাইরে থেকে মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়েই আয়েশাকে কসম দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও তাঁর ওযর গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, নবী ﷺ বাক্যালাপ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন যে সম্বন্ধে আপনি অবহিত। আর কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে। সুতরাং যখন তাঁরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে উপদেশ ও সম্পর্ক ছিন্ন করা যে গুনাহর তা বারবার বলতে লাগলেন তখন তিনিও উপদেশ আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমি তো মানত মেনেছি। আর মানতের ব্যাপারটা বড় শক্ত। কিন্তু তাঁরা তাঁকে অব্যাহতভাবে বুঝাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং স্বীয় মানত ভঙ্গ করার কাফ্ফারা স্বরূপ চল্লিশটি গোলাম মুক্ত করলেন। তারপর থেকে তিনি যখনই উক্ত মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই এত বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। *(বুখারী)*

(প্রকাশ থাকে যে, নযর বা মানত ভঙ্গের কাফ্ফারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায় অর্থাৎ, একটি দাসমুক্ত করা অথবা দশ মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করা। যদি এ সবের শক্তি না রাখে তাহলে তিনটি রোযা রাখা। আর বেশী সাদকাহ করার কথা স্বতন্ত্র।)

وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : ((إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا)) قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : ((وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) . قَالَ عُقْبَةُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ .

وفي رواية قَالَ : ((إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا)) .

৫৩/ ১৮৬৯। উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উহুদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাযা পড়লেন (অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুআ করলেন)। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউষার)। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। (রাবী বলেন) এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি নবী ﷺ-এর প্রতি নিবদ্ধ করে ছিলাম (অর্থাৎ, এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন)। *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। উক্ববা ﷺ বলেন, মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হওযে কাওষার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শির্ক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

হাদীসে উল্লিখিত শহীদদের উপর জানাযা পড়লেন, অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুআ করলেন। (তকবীর সহ) পরিচিত জানাযার নামায নয়।

وَعَنْ أَبِي زَيدٍ عَمرِو بنِ أَخْطَبَ الأنصاريِّ ﷺ قَالَ : صلَّى بِنَا رَسُول اللهِ ﷺ الفَجْـرَ ، وَصَـعِدَ المِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَـائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . رواه مسلم

৫৪/ ১৮৭০। আবূ যায়েদ আম্র ইবনে আখত্বাব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায পড়লেন। তারপর আবার মিম্বরে চাপলেন (ও ভাষণ দানে প্রবৃত্ত হলেন) শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ)) . رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫৫/ ১৮৭১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, তাহলে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, তাহলে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে। *(বুখারী)*

وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وَقَالَ : ((كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)). متفق عَلَيْهِ

৫৬/ ১৮৭২। উম্মে শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ টিকটিকি মারতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ইব্রাহীম ﷺ-এর অগ্নিকুন্ডে ফুঁ দিয়েছিল। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)) .

وفي رواية : ((مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ)) . رواه مسلم .

قَالَ أَهلُ اللُّغَة : ((الوَزَغُ)) العِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ .

৫৭/ ১৮৭৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করে ফেলে তার জন্য এত এত নেকী, আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তার জন্য প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কম এত এত নেকী হয়। আর যদি তৃতীয় আঘাতে তাকে হত্যা করে, তাহলে তার জন্য (অপেক্ষাকৃত কম) এত এত নেকী হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করে তার জন্য একশত নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে তার চাইতে কম (নেকী) এবং তৃতীয় আঘাতে তার চাইতে কম (নেকী) হয়। *(মুসলিম)*

আরবী ভাষাবিদ্দের মতে, وزغ বড় টিকটিকিকে বলে। (পক্ষান্তরে গিরগিটির আরবী ঃ حرباء। আর তাকে মারার নির্দেশ হাদীসে নেই।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيٍّ ! فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِه ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ)) . رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه .

৫৮/ ১৮৭৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটি লোক বলল, (আজ রাতে) আমি অবশ্যই সাদকাহ দেব। সুতরাং সে আপন সাদকার বস্তু নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। লোকে সকালে উঠে বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক চোরের হাতে সাদকা দেওয়া হয়েছে। সাদকাকারী বলল, হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা! (আজ রাতে) অবশ্যই আবার সাদকা করব। তারপর সে নিজ সাদকা নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক বেশ্যার হাতে তা দিয়ে দিল। সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক বেশ্যাকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। সে তা শুনে আবার বলল, হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা যে, বেশ্যাকে সাদকা করা হল। আজ রাতে পুনরায় অবশ্যই সাদকাহ করব। সুতরাং তার সাদকা নিয়ে বের হয়ে গেল এবং (অজান্তে) এক ধনী ব্যক্তির হাতে সাদকা দিল। সকাল বেলায় লোকেরা আবার বলাবলি করতে লাগল যে, আজ এক ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি শুনে বলল, হে আল্লাহ! তোমারই সমস্ত প্রসংশা যে, চোর, বেশ্যা তথা ধনী ব্যক্তিকে সাদকা করা হয়েছে। সুতরাং (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, (তোমার সাদকা ব্যর্থ যায়নি; বরং) তোমার যে সাদকা চোরের হাতে পড়েছে তার দরুন হয়তো চোর তার চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করে দিবে। বেশ্যা হয়তো তার দরুন তার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করবে। আর ধনী; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে তার আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে। *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : ((أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؛ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) .

وَفِي رواية : ((فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ)) . ثُمَّ قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى)) . متفق عَلَيْهِ

৫৯/ ১৮৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক দাওয়াতে ছিলাম। তাঁকে সামনের পায়ের একটি রান তুলে দেওয়া হল। তিনি এই রান বড় পছন্দ করতেন। তা থেকে তিনি (দাঁতে কেটে) খেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কি কারণে? কিয়ামতের দিবসে পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, দেখ, তোমাদের সবার কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কি বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন। লোকেরা বলবে, চল আদমের কাছে যাই। সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর 'রূহ' আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নির্দেশে ফেরেশ্তারা আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কি যন্ত্রণা ভোগ করছি? আদম ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। আর তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কি যন্ত্রণা ভোগ করছি? নূহ ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। আর আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি যন্ত্রণার মধ্যে আছি? তিনি তাদেরকে বলবেন, আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। আর (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি দুর্ভোগ পোহাচ্ছি? তিনি বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। আর ব্যাপার হল, আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়ামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি যন্ত্রণার মধ্যে আছি? তিনি তাদেরকে বলবেন, আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি। তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত করে দেবেন, যেমন ইতিপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।

অতঃপর তিনি বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ إبرَاهِيمُ ﷺ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيل وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلاَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ : آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا ؛ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : { رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ } حَتَّى بَلَغَ { يَشْكُرُونَ } [إبراهيم : ٣٧] . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى - أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَت الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَت الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَت الوَادِي ، رَفَعَت طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَت الوَادِي ، ثُمَّ أَتَت المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا ، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَلِذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا)) ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً ، فَقَالَتْ : صَهْ – تُرِيدُ نَفْسَهَا – ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيضاً ، فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ – أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ – حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . وَفِي رِوَايَةٍ : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ – أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً)) قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتاً لِلهِ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ ؛ فَرَأَوْا طَائِراً عَائِفاً ، فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ. فَأَرْسَلُوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ . فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ ؛ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ ، فَقَالُوا : أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ)) فَنَزَلُوا ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ : وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ؛ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا - وفي رواية : يَصِيدُ لَنَا - ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ؛ وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئاً ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِه فَسَأَلَ عَنْهُ . قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ : كَيفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَت : الماءُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيه، قَالَ : فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ .

وَفِي رواية : فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ؛ فَقَالَت امْرَأَتُهُ : أَلاَ تَنْزِلُ ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : بَرَكَةُ دَعوَةِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيه يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِه. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْه ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكَ أَبِي ، وَأَنْتِ العَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْه ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ . قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ ، قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ ؟ قَالَ : وَتُعِينُنِي ، قَالَ : وَأُعِينُكَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتاً هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِهذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْه، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولاَنِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ} [البقرة: ١٢٧]

وفي رواية : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِه ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِه : يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ : إِلَى اللهِ ، قَالَتْ : رَضِيتُ بِاللهِ ، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً . قَالَ : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَداً ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِيَ سَعَتْ، وَأَتَتِ المَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطاً ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِه ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ : أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ ، فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِـــنُ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.

৬০/ ১৮৭৬। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ইব্রাহীম ﷺ ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু? তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর হুকুম কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন হ্যাঁ। উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ ক'রে দু'হাত তুলে এই দুআ করলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেল তখন তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশু মাটির উপর ছট্‌ফট্ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য হচ্ছিল না তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা'কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নবী ﷺ বলেছেন, "এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, চুপ! অতঃপর তিনি কান খাড়া করে ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর। হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফেরেশ্তাকে দেখতে পেলেন। ফেরেশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশ্তা তাঁকে বললেন ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনর্নির্মাণ করবেন। আর আল্লাহ তাঁর খাস লোককে ধ্বংস করেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) যমীন থেকে টিলার মত উঁচু হয়ে ছিল। স্রোতের পানি এলে তার ডান-বাম দিয়ে বয়ে যেত।

হাজেরা এইভাবে দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুরহুম গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' নামক স্থানের পথ বেয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতকগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এই পাখিগুলি পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো এখানে কোন পানি দেখিনি। অতঃপর তারা একজন বা দুজন দূত সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। খবর পেয়ে সবাই সেদিকে এসে দেখল, ইসমাঈলের মা পানির নিকট বসে আছেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন স্বত্বাধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। যেহেতু তিনি তো সঙ্গী-সাথীই চাচ্ছিলেন। সুতরাং তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের অনেক ঘর-বাড়ি হল। ইসমাঈলও বড় হলেন। তাদের নিকট থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। বড় হলে তারা তাঁকে পছন্দ করল এবং তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল। অতঃপর তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এরপর ইসমাঈলের মা মৃত্যুবরণ করলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম ﷺ তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এলেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের রুযীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী - আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন। আবার তিনি পুত্রবধুর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বধু বললেন, আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর নিকট নানা অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধুকে বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ইসমাঈল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিলাম। পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা খুবই দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল বললেন, তিনি তোমাকে কোন কিছু অসিয়ত করে গেছেন কি? স্ত্রী জানালেন হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে এবং আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন। ইসমাঈল ﷺ বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিই। কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।

সুতরাং ইসমাঈল ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং 'জুরহুম' গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম ﷺ ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু ইসমাঈল ﷺ সেদিনও বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কেমন আছ? তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন? পুত্রবধু উত্তরে বললেন, আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি। এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্রাহীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? পুত্রবধু উত্তরে বললেন, গোশ্ত। বললেন, তোমাদের পানীয় কি? বধু বললেন, পানি। ইব্রাহীম ﷺ দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও। নবী ﷺ ইরশাদ করেন, ঐ সময় তাদের এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না। যদি হত, তাহলে ইব্রাহীম ﷺ সে ব্যাপারে তাঁদের জন্য দুআ করে যেতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার বাইরে কোন লোকই শুধু গোশ্ত এবং পানি দ্বারা জীবন-যাপন করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি (সর্বদা) তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না।

আলাপ শেষে ইব্রাহীম ﷺ পুত্রবধুকে বললেন, তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ﷺ এসে বললেন, ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বললেন, তিনি শিকার করতে গেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আপনি কি নামবেন না, কিছু পানাহার করবেন না। তিনি বললেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? বধু বললেন, আমাদের খাদ্য গোশ্ত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং পানীয় পানি। তিনি দুআ দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।" আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "ইব্রাহীমের দুআর বর্কত, (মক্কায় প্রকাশ পেয়েছে)।"

ইব্রাহীম ﷺ বললেন, তোমার স্বামী এলে তাকে সালাম বলে দিয়ো এবং আদেশ করো, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখে।

অতঃপর ইসমাঈল ﷺ যখন বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। (অতঃপর স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন ও বললেন,) তারপর তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি। স্বামী বললেন, আর তিনি তোমাকে কোন অসিয়ত করেছেন কি? স্ত্রী বললেন, তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ইসমাঈল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবারো তাঁদের নিকট এলেন। ইসমাঈল ﷺ তখন যমযমের নিকটস্থ একটি বড় গাছের নীচে বসে নিজের তীর ছুলছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর উভয়ে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকালীন যথাযথ আচরণ প্রদর্শন করলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন। ইসমাঈল ﷺ বললেন, আপনার প্রতিপালক যা আদেশ দিয়েছেন তা সম্পাদন করে ফেলুন। ইব্রাহীম ﷺ বললেন, তুমি আমার সহযোগিতা করবে কি? ইসমাঈল ﷺ বললেন, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আমি আপনার সহযোগিতা করব। ইব্রাহীম ﷺ পার্শ্ববর্তী যমীনের তুলনায় উঁচু একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখানে একটি ঘর বানাতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ কা'বা ঘরের ভিত উঠাতে লেগে গেলেন। পুত্র ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। আর তিনি দেওয়াল গাঁথতে লাগলেন। অতঃপর যখন দেওয়াল উঁচু হল, তখন ইসমাঈল এই পাথর (মাক্বামে ইব্রাহীম) নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলেন। তিনি তার উপর খাড়া হয়ে পাথর গাঁথতে লাগলেন। আর ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর তুলে দিতে থাকলেন। সেই সময় উভয়েই এই দুআ করতে থাকলেন 'হে আমাদের মহান প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এ কাজটুকু গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। *(সূরা বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ইসমাঈল ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি মশক; তাতে পানি ছিল। ঈসমাঈলের মা সেই পানি পান করতেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠত। পরিশেষে মক্কায় পৌঁছে ইব্রাহীম তাঁদেরকে বড় গাছের নিচে রেখে নিজ (অন্যান্য) পরিজনের নিকট ফিরে যেতে লাগলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন ধরলেন। অতঃপর যখন তাঁরা কাদা' নামাক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর পিছন থেকে ডাক দিলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার ভরসায় ছেড়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর ভরসায়। (হাজেরা) বললেন, আল্লাহকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ফিরে এলেন। তিনি সেই পানি পান করতে লাগলেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠতে লাগল। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, অন্যত্র গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই।

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিক নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। অতএব (স্বাফা থেকে নেমে অন্যত্র হাঁটতে লাগলেন এবং) যখন উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, তখন ছুটতে লাগলেন। অতঃপর মারওয়াতে এসে পৌঁছলেন। এইভাবে তিনি কয়েক চক্র করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, গিয়ে দেখি আবার ছেলে কি করছে? সুতরাং তিনি গিয়ে দেখলেন, সে পূর্বের অবস্থায় আছে। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। তা দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি (মনে মনে) বললেন, গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই। সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিক নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। এইভাবে তিনি সাতবার (আসা-যাওয়া) পূর্ণ করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, গিয়ে দেখি আবার ছেলে কি করছে? এমন সময় এক (গায়বী) আওয়াজ শুনলেন। তিনি বললেন, আপনার নিকট যদি কোন মঙ্গল থাকে, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন। দেখলেন তিনি জিব্রীল ﷺ। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এইভাবে আঘাত করলেন। আর অমনি পানির ঝর্ণাধারা বের হয়ে এল। তা দেখে ইসমাঈলের মা বিস্ময়াবিষ্টা হলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশকে ভরতে লাগলেন----। অতঃপর বর্ণনাকারী বাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(এ সকল বর্ণনাগুলি বুখারীর)*

وَعَنْ سَعِيدِ بنِ زَيدٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((اَلكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِـفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). متفق عَلَيْهِ

৬১/ ১৮৭৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ছত্রাক 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত আর এর রস চক্ষুরোগ নিরাময়কারী। *(বুখারী-মুসলিম)*

** ((প্রকাশ থাকে যে, বানী ইস্রাঈলের উপর 'মান্ন' নামক খাদ্য (মধুর ন্যায় মিষ্ট বরফ বা পানি) আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হত। যেহেতু তারা তা বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে লাভ করত সেহেতু ছত্রাককে তারই শ্রেণীভুক্ত বলা হয়েছে। কেননা, এটি বিনা কষ্টে ও বিনা যত্নে পাওয়া যায়।))*

ঊনবিংশ অধ্যায়

ক্ষমাপ্রার্থনামূলক নির্দেশাবলী

পরিচ্ছেদ - ৩৭১

ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও তার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } [محمد: ١٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ١٠٦]

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১০৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } [النصر : ٣]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী। *(সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّات } إِلَى قَوْلِه - عز وجل - : { وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ }

অর্থাৎ, যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থী। *(সূরা আলে ইমরান ১৫- ১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء :١١٠]

অর্থাৎ, আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে। *(সূরা নিসা ১১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال : ٣٣]

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(সূরা আনফাল ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الـــذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [آل عمران : ١٣٥]

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো বিদিত বহু আয়াতসমূহ রয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لأَسْتَغفِرُ اللهَ فِـي اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ)) . رواه مسلم

১/ ১৮৭৮। আগার্র মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُـوبُ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)). رواه البخاري

২/ ১৮৭৯। আবূ হুরাইরা ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ করে থাকি। *(বুখারী)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَـذَهَبَ اللهُ تَعَـالَى بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

৩/ ১৮৮০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। *(মুসলিম)*

** (এ হাদীস দ্বারা পাপ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। পাপ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেননা, মানুষ মাত্রই ভুলে জড়িত। তাই ভুলে জড়িত হয়ে পড়লে আবশ্যিকরূপে ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য।)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَـةَ مَـرَّةٍ : ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)) . رواه أبـو داود والترمـذي ، وقـال : ((حديث حسن صحيح غريب))

৪/ ১৮৮১। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একই মজলিসে বসে নবী ﷺ-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় একশো বার পর্যন্ত গুণতাম,

'রাব্বিগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুর রাহীম।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তওবাহ কবূলকারী দয়াবান। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ গারীব)*

৫/ ১৮৮২। (এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيه ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)) . رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، وقال : ((حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬/ ১৮৮৩। ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দুআ পড়বে,

'আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু অ আতূবু ইলাইহ্।'

অর্থাৎ, আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

সে ব্যক্তির পাপরাশী মার্জনা করা হবে যদিও সে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে (যাওয়ার পাপ করে) থাকে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম; ইনি বলেন, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীনে বিশুদ্ধ)*

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ)) . رواه البخاري

৭/ ১৮৮৪। শাদ্দাদ ইবনে আউস ﷺকর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' (শ্রেষ্ঠতম ক্ষমা প্রার্থনার দুআ) হল বান্দার এই বলা যে,

'আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহ্‌দিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি দিনে (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআটি পড়বে অতঃপর সে সেই দিনে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সন্ধ্যায়) এ দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(বুখারী)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثاً وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)) قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ ــ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - : كَيفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

৮/ ১৮৮৫। সাওবান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযান্তে সালাম ফিরে তিনবার ইস্তিগফার ক'রে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-ম, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব!

এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম আওযায়ীকে প্রশ্ন করা হল, ইস্তিগফার কিভাবে হবে? তিনি বললেন, বলবে, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।) *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ : ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغفِرُ اللهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)). متفق عليه

৯/ ১৮৮৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আগে এই দুআটি অধিকমাত্রায় পড়তেন,

'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ্।'

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তওবাহ করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১০/ ১৮৮৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! যখন তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর; কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার নিকট উপস্থিত হব। *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ)). قَالَتْ: مَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لاَ تُصَلِّي)). رواه مسلم

১১/ ১৮৮৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম। একজন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি। মহিলাটি আবার নিবেদন করল, বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৭২

আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত রেখেছেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ } [الحجر : ٤٥ - ٤٨]

অর্থাৎ, নিশ্চয় পরহেযগাররা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দিব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না। *(সূরা হিজ্‌র ৪৫-৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ } [الزخرف : ٦٨ – ٧٣]

অর্থাৎ, হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। *(সূরা যুখরুফ ৬৮-৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [الدخان : ٥١ – ٥٧]

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহাসাফল্য। *(সূরা দুখান ৫১-৫৭ আয়াত)*

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ}

[المطففين : ٢٢ – ٢٨]

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। *(সূরা মুত্বাফিফীন ২২-২৮)*

এ মর্মে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا ، وَيَشْرَبُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ، وَلاَ يَبُولُونَ ، وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ)) . رواه مسلم

১/ ১৮৮৯। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পেশাব-পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [السجدة : ١٧])) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৮৯০। আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, "কেউই জানে না তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" *(সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَتْفُلُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ . أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ – عُودُ الطِّيبِ – أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِيْنُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ)). متفق عَلَيْه .

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي وَمُسلِمٍ : ((آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِياً)) .

৩/ ১৮৯১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে (যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত। *(বুখারী-মুসলিম)*

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, (জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।

وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((سَأَلَ مُوسَى ﷺ رَبَّهُ : مَا أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : اُدْخُلِ الجَنَّةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ : رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُولُ فِي الخَامِسَةِ . رَضِيْتُ رَبِّ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِه، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ : رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)) . رواه مسلم

৪/ ১৮৯২। মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মূসা ﷺ স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে? আল্লাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাআলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে? সে বলবে, প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ, ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)। সে পঞ্চমবারে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে। তখন সে বলবে, আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!

(মূসা ﷺ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতী কারা হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ . رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ : اذْهَبْ فادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ! فَيَقُولُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأتِيهَا ، فَيُخيَّلُ إِلَيهِ أَنَّها مَلأَى ، فيَرْجِعُ . فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشرَةَ أَمْثَالِهَا ؛ أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي ، أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ ؟)) قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : ((ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً)). متفق عليه

৫/ ১৮৯৩। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীরর সমতুল্য এবং তার দশগুণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)! তখন সে বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجَنَّة لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَة مُجَوَّفَة طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً . لِلمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً)).

متفق عليه

৬/১৮৯৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মু'মিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মু'মিন সহবাস করবে। কিন্তু তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। *(বুখারী-মুসলিম)* এক মাইল ঃ ছয় হাজার হাত সমান দীর্ঘ।

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الجَنَّة شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَـوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَة مَا يَقْطَعُهَا)). متفق عليه

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيضاً مِن رِوَايَة أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : ((يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَة مَا يَقْطَعُهَا)) .

৭/১৮৯৫। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

এটিকেই আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বুখারী-মুসলিম সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, একটি সওয়ার (অশ্বারোহী) তার ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

وَعَنْه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَهْلَ الجَنَّة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَف من فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُق مِنَ المَشْرِق أَوِ المَغْرِب لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ : ((بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ)) .

متفق عليه

৮/১৮৯৬। উক্ত রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য। (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেই লোকরাও (পৌঁছতে পারবে) যারা আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রতি ঈমান রেখে রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو تَغْرُبُ)). متفق عليه

৯/ ১৮৯৭। আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিম্বা অস্তমিত হচ্ছে সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوْقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزدَادُونَ حُسناً وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ ، وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللهِ لقد ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً ! فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً !)) . رواه مسلم

১০। ১৮৯৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে! তারাও বলে উঠবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে! *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ)). متفق عليه

১১/ ১৮৯৯। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের বালাখানাগুলিকে এমন গভীরভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : ((فِيهَا مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)) ثُمَّ قَرَأَ : {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ } إِلَى قَولِهِ تَعَالَى : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٦ - ١٧] . رواه البخاري

১২/ ১৯০০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা সমাপ্ত করলেন এবং আলোচনার শেষে বললেন, জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান আছে যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হল, "তারা শয্যাত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত, বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّة الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَاد : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا ، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَـداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا ، فَلاَ تَبْأسُوا أَبَداً)) . رواه مسلم

১৩/১৯০১। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَدْنَى مَقْعَد أَحَدكُمْ مِنَ الجَنَّة أَنْ يَقُولَ لَـهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيقُولُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) . رواه مسلم

১৪/১৯০২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নিম্নতম জান্নাতীর মর্যাদা এই হবে যে, তাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কামনা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর (আমি অমুক জিনিস চাই, অমুক বস্তু চাই ইত্যাদি)। সুতরাং সে কামনা করবে আর কামনা করতেই থাকবে। তিনি বলবেন, তুমি কামনা করলে কি? সে উত্তর দিবে হ্যাঁ। তিনি তাকে বলবেন, তোমার জন্য সেই পরিমাণ রইল যে পরিমাণ তুমি কামনা করেছ এবং তার সাথে সাথে তার সমতুল্য আরো কিছু রইল। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ يَقُـولُ لأَهْـلِ الجَنَّة : يَا أَهْلَ الجَنَّة ، فَيَقُولُونَ : لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَضـيتُم ؟ فَيقُولُونَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْط أَحداً مِنْ خَلْقكَ ، فَيَقُولُ : أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ ؟ فَيقُولُونَ : وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَ ؟ فَيقُولُ : أُحِلُّ عَلَـيكُمْ رِضْـوَانِي فَـلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً)) . متفق عليه

১৫/১৯০৩। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তারা উত্তরে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে। তখন আল্লাহ পাক বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমাদের কি হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি। তখন তিনি বলবেন, এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি? তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? মহান প্রভু জবাবে বলবেন, তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কখনো অসন্তুষ্ট হব না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَـدْرِ، وَقَـالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ)). متفق عليه

১৬/১৯০৪। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিঁড়ের সম্মুখীন হবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ صُهَيبٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئاً أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ)).رواه مسلم .

১৭/১৯০৫। সুহাইব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই? তারা বলবে, তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি? অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দিবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদের বাক্য হবে, সুবহানাকাল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ৯-১০)*

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْـدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ وعلـى آلِ إِبْراهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كما بَارَكْتَ عَلَـى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبراهيم فِي العالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

৬৭০ হিজরীর রমযান মাসের ৪ তারীখে সোমবার দেমাশ্‌কে এ লেখা সমাপ্ত হল।

(১৪২৯ হিজরীর রমযান মাসের ২৩ তারীখে সোমবার মাজমাআতে এর অনুবাদের সম্পাদনা সমাপ্ত হল।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com